উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

প্রকাশনার ১৩ বছর

ঘাসফুল বার্তা

বর্ষ ১৩

সংখ্যা ১

জানুয়ারী-মার্চ ২০১৪ ইং

হাটহাজারীস্থ মেখল ইউনিয়নে সমৃদ্ধি উন্নয়ন মেলায় পানিসম্পদ মন্ত্রী ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এমপি

ঘাসফুলের সমৃদ্ধি কর্মসূচী মেখল ইউনিয়নের উন্নয়নে একটি নতুন অগ্রযাত্রা

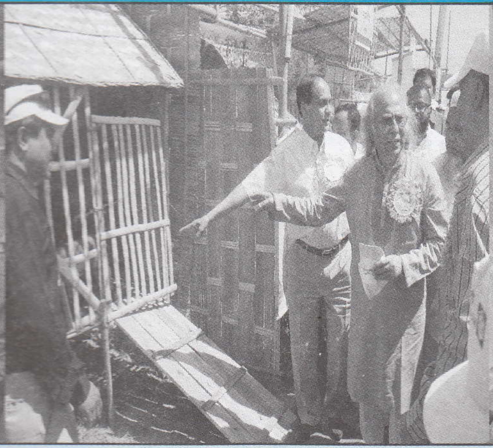

গত ১৫ মার্চ ২০১৪ তারিখ শনিবার হাটহাজারীস্থ মেখল ইউনিয়নে অনুষ্ঠিত "সমৃদ্ধি উন্নয়ন মেলা'র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আলোচনাসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পানিসম্পদ মন্ত্রী জনাব ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এমপি বলেন, হাটহাজারী উপজেলায় ঘাসফুলের সমৃদ্ধি কর্মসূচী মেখল ইউনিয়নের উন্নয়নে একটি নতুন অগ্রযাত্রা। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং ঘাসফুল এর যৌথ উদ্যোগে স্থানীয় ফজলুল কাদের চৌধুরী আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে "দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)" কর্মসূচির আওতায় দিনব্যাপী এই "উন্নয়ন মেলা ও আলোচনা সভা" অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সম্মানিত অতিথি হিসেবে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর মাননীয় সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ এবং প্রধান আলোচক হিসেবে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও বাংলাদেশ স্কাউটস-এর সভাপতি জনাব মোঃ আবদুল করিম (প্রধানমন্ত্রী প্রাক্তন মুখ্য সচিব) উপস্থিত ছিলেন। আমন্ত্রিত অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ্, বাংলাদেশ পুলিশ, চট্টগ্রাম রেঞ্জের ডিআইজি জনাব মোঃ নওশের আলী, পিকেএসএফ এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডঃ জসিম উদ্দিন, মহা-ব্যবস্থাপক ও সমৃদ্ধি কর্মসূচীর টীম লিডার মো: মশিয়ার রহমান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব ইসরাত জাহান পান্না, হাটহাজারী উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব অধ্যক্ষ মো: ইসমাইল এবং নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান মোঃ মাহাবুব-উল-আলম, উপজেলা মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান সাজেদা বেগম ও মেখল ইউপি চেয়ারম্যান জনাব মো: গিয়াস উদ্দিন। সভায় সভাপতিত্ব করেন ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদ এর চেয়ারম্যান বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. গোলাম রহমান। উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান জনাব ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী ও জেনারেল সেক্রেটারী লায়ন সমিহা সলিম শান্ত। এ ছাড়াও মেলায় গুরুত্বপূর্ণ সরকারী কর্মকর্তা, হাটহাজারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ইউপি মেম্বারগণ, সমাজের অন্যান্য জনপ্রতিনিধি, স্কুল কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকা, মিডিয়াকর্মী, বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাগণ, সুশীল সমাজের ব্যক্তিবর্গসহ ঘাসফুলের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। পুরো আলোচনা সভা সঞ্চালনায় ছিলেন ঘাসফুলের সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এসডিপি) প্রধান আনজুমান বানু লিমা। >> বাকী অংশ ২য় পৃষ্ঠায় >>

পটিয়ায় ঘাসফুল মানবাধিকার রক্ষা কর্মসূচী

নারীদের গৃহ-নির্যাতন প্রতিরোধে কমিউনিটিতে কাজ করতে হলে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে

উদ্বোধনী বক্তব্য রাখছেন পটিয়া উপজেলার ইউএনও রোকেয়া পারভিন

ঘাসফুল এর উদ্যোগে ইউএসএইড এর অর্থায়নে প্ল্যান বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় পটিয়া উপজেলা অডিটরিয়ামে গত ২০ থেকে ২২ জানুয়ারী ২০১৪ তিনদিনব্যাপী উপজেলা হিউম্যান রাইটস ফোরাম এর সদস্যদের এক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়। পারিবারিক সহিংসতা এবং মানবাধিকার লংঘন প্রতিরোধে এডভোকেসী প্রশিক্ষণটি উদ্বোধন করেন উপজেলা হিউম্যান >> বাকী অংশ ৮ম পৃষ্ঠায় >>

চট্টগ্রাম শহরে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুদের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন

ঘাসফুল সিএইচডব্লিউইউবিটি প্রকল্পের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও শহীদ দিবস উপলক্ষে গত ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ ইং তারিখে চট্টগ্রাম ডিসি হিলে ২৪টি স্কুল সেন্টারের ঝুঁকিপূর্ণ কর্মজীবি শিশুদের নিয়ে সকাল সাড়ে সতটায় এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। শোভাযাত্রাটি চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে একুশের ভাষা শহীদদের প্রতি ফুল দিয়ে বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করে। এতে ঘাসফুল ও সহযোগি সংস্থা ওয়াচ, ইলমার ১২০ জন কর্মজীবি শিশু, ফিল্ড ফ্যাসিলিটেটর ও প্রকল্পের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। >> বাকী অংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় >>

>> ১ম পৃষ্ঠার পর >>

বর্ণিল বেলুন আর পায়রা উড়িয়ে উন্নয়ন মেলার শুভ উদ্বোধন:

আলোচনা সভার পূর্বে আমন্ত্রিত অতিথি, গণমাধ্যমকর্মী, জনপ্রতিনিধি এবং বিপুল সংখ্যক স্থানীয় জনসাধারণের উপস্থিতিতে সকাল সাড়ে ১০টায় প্রধান অতিথি ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এমপি বর্ণিল বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে মেলার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। মেলায় বিনামূল্যে স্বাস্থ্যক্যাম্প, চক্ষুশিবির, কৃষিজ, প্রাণীজ, প্রযুক্তি ও পরিবেশ বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক স্টল প্রদর্শনীর আয়োজন করে। বন্ধু সংগঠন আইডিএফ, ইপসা, প্রতিবন্ধী নেটওয়ার্ক, এসডিআরএস, রহিম আফরোজ রিনিউবেল এর্নাজি এবং লায়ন্স ক্লাব ইন্টারন্যাশনাল-চট্টগ্রাম জেলা, রেড ক্রিসেন্ট ও লায়ন্স হাসপাতাল তাদের স্টল এবং স্বাস্থ্যক্যাম্প দিয়ে মেলাকে আরো সমৃদ্ধ করে তুলে। উদ্বোধন শেষে অতিথিরা মাঠের চারপাশে সজ্জিত বিভিন্ন স্টলগুলো পরিদর্শন করে এবং প্রতিটি স্টলের স্বতন্ত্র থিম নিয়ে স্পটে থাকা স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে মতবিনিময় করে। তারপর পবিত্র কোরআন, গীতা, বাইবেল এবং ত্রিপিটক পাঠ শেষে উদ্বোধনী আলোচনা অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু করা হয়।

সমৃদ্ধি কার্যক্রমের উপর মনোজ্ঞ থিম সং (Theamsong) পরিবেশন ঃ

ঘাসফুল "সমৃদ্ধি" প্রকল্পের উপর রচিত অনন্য একটি থিম সং; "আর নয় দুঃখ দারিদ্র/সমৃদ্ধি আছে পাশে আমাদের/আমরা নই একা" পরিবেশন করেন "সমৃদ্ধি" প্রকল্পের শিক্ষিকা ও কর্মকর্তাদের নিয়ে গঠিত ঘাসফুলের একটি চৌকষ সাংস্কৃতিক দল। গানটির কথা, সুর এবং বর্ণিল সাজে উপস্থাপনায় উপস্থিত হাজার হাজার দর্শক উল্লসিত হয়ে উঠে। গানটি পরিবেশন কালে পুরো মাঠে এক অন্যরকম প্রান-স্পন্দনের সৃষ্টি হয়।

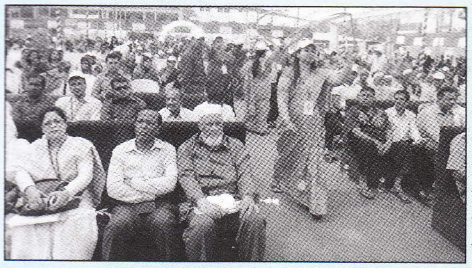

ফুলেল শুভেচ্ছা, অতিথি বরণ এবং আমন্ত্রিত অতিথিদের মাঝে ঘাসফুল এর পক্ষ থেকে সম্মাননাসুচক ক্রেস্ট প্রদান :

অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদের বাংলার চিরায়ত ঐতিহ্যর বাউল গানের সাথে যুগল বৈরাগী নৃত্যে বরণ করে নেয়া হয়। মঞ্চে অতিথিদের ফুলেল শুভেচ্ছা জানান ঘাসফুলের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ব্যারিষ্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এমপি মহোদয়ের হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের জেনারেল সেক্রেটারী লায়ন সমিহা সলিম শান্ত, পিকেএসএফ এর মাননীয় সভাপতি ড. খলিকুজ্জমান আহমদ এর হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. গোলাম রহমান, মুখ্য আলোচক পিকেএসএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম মহোদয়ের হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী। আমন্ত্রিত সম্মানিত অতিথি ড. জসিম উদ্দিন (উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক পিকেএসএফ), বিভাগীয় কমিশনার জনাব মোঃ আবদুল্লাহ্, চট্টগ্রাম রেঞ্জের ডিআইজি জনাব নওশের আলী, উপজেলা চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ মোঃ ইসমাইল, নব নির্বাচিত উপজেলা চেয়ারম্যান মোঃ মাহাবুব-উল-আলম, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ইসরাত জাহান পান্না, উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সাজেদা বেগম, মেখল ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ গিয়াস উদ্দিনের হাতে ঘাসফুলের পক্ষ থেকে সম্মানসূচক ক্রেস্ট তুলে দেয়া হয়।

অতিথিদের বটবৃক্ষ রোপন:

ঘাসফুল প্রতিষ্ঠাতা মিসেস শামসুন্নাহার রহমান পরাণ দীর্ঘদিন ধরে বিলুপ্তির পথে যাওয়া দেশীয় প্রজাতির ঐতিহ্যবাহি বৃক্ষ সংরক্ষণে কাজ করছেন। ইতিমধ্যে তাঁর ধারণায়ন ও পরিকল্পনায় ঘাসফুল চট্টগ্রাম শহরের ডিসিহিলে দেশীয় খেজুরগাছ, সার্কিট হাউস প্রাঙ্গন এবং পটিয়া ও হাটহাজারী উপজেলায় শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষরোপন ও স্থানীয় অধিবাসীদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ সম্পন্ন করা হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় শামসুন্নাহার রহমান পরাণের পরিকল্পনায় ঘাসফুলের এই বিশাল আয়োজনেও উন্নয়ন মেলা উদ্বোধনের পর আমন্ত্রিত অতিথি মাননীয় পানিসম্পদ মন্ত্রী, পিকেএসএফ এর সম্মানীত চেয়ারম্যান এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়গণ ফজলুল কাদের আদর্শ উচ্চবিদ্যায়ের মাঠে তিনটি বটবৃক্ষ রোপন করেন।

সমৃদ্ধি উন্নয়ন মেলার উদ্বোধনী আলোচনাসভায় বক্তারা:

ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এমপি (মাননীয় মন্ত্রী, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার) : ব্যারিষ্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এমপি বলেন, "সমৃদ্ধি" মেখলের একটি নতুন অগ্রযাত্রা। আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি কিন্তু অর্থনৈতিক মুক্তি এখনো অর্জন করতে পারিনি। বর্তমান সরকার এই দেশকে স্বাবলম্বী করার চেষ্টা করছে। দারিদ্রের দুষ্টচক্র হতে বেরিয়ে আসতে দরকার এলাকার স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্যানিটেশন ও অন্যান্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন। মানুষকে এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তিনি জনগণের উদ্দেশ্যে ঘাসফুল কর্তৃক বাস্তবায়িত সমৃদ্ধি কর্মসূচী সফল করার আহ্বান জানান, যাতে এই ইউনিয়নকে দারিদ্র মুক্ত করা যায়। সমৃদ্ধি কার্যক্রমকে একটি সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করার জন্য তিনি মেখলবাসীদের প্রতি আহ্বান করেন। ঘাসফুল মেখলবাসীর সমৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মানুষের সেবা করছেন উল্লেখ করে তিনি বলেন, দেশ অর্থনৈতিক অগ্রগতির দ্বারপ্রান্তে। বিগত পাঁচ বছরে দেশে প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ২১.৬ শতাংশ। তিনি আরো বলেন, দেশের উন্নয়নে এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী উন্নয়ন সংগঠনগুলোকে আরো বেশী করে এগিয়ে আসতে হবে।

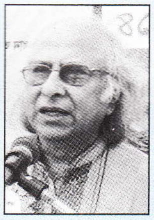

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ (প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও সভাপতি-পিকেএসএফ) : সমৃদ্ধি উন্নয়ন মেলায় ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ বলেন, দেশে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণ করতে হবে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমেই তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশিক্ষণ এই তিনটির প্রতি তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বর্তমানে পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি আরো বলেন, সুদমুক্ত ঋণ দিয়ে মানুষের দারিদ্র্য বিমোচন হয় না, উন্নয়ন করতে হবে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মসূচিগুলোতে। এ তিনটি দিক উন্নয়ন হলে দেশ ও দেশের মানুষের প্রকৃত উন্নয়ন হবে। তিনি ঘাসফুল ও উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।

মোঃ আবদুল করিম : পিকেএসএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম বলেন, দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে পিকেএসএফ কার্যক্রম শুরু করে। দুখী মেহনতি মানুষদের জীবন মান উন্নয়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচি কাজ করছে। তিনি বলেন, দারিদ্রতা একটি বহুমাত্রিক সমস্যা তা দূরীকরণে সমৃদ্ধি একটি সমন্বিত উন্নয়নমূলক কর্মসূচি। শুধুমাত্র ক্ষুদ্রঋণ দিয়ে দারিদ্র বিমোচন সম্ভব নয়, তাই পরিবারের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ঝরে পড়া শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা, সক্ষমতা বৃদ্ধি, স্যানিটেশন ব্যবস্থা করা সম্ভব হলেই দারিদ্র বিমোচন করা সম্ভব। আর এই সকল উন্নয়ন ইস্যুগুলো নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে সমৃদ্ধি কর্মসূচি। সফলভাবে এই কার্যক্রম পরিচালনার জন্য তিনি ঘাসফুল এর প্রশংসা করেন, ঘাসফুলে কর্মরত সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং ঘাসফুলের প্রতিষ্ঠাতা শামসুন্নাহার রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জানান এবং উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ (বিভাগীয় কমিশনার চট্টগ্রাম): জনাব মোঃ আবদুল্লাহ এই উন্নয়ন মেলাকে আনন্দ মেলা হিসাবে অভিহিত করেন এবং সমৃদ্ধি কার্যক্রমে দেশ এগিয়ে যাবার একটি দৃষ্টান্ত বলে জানান। তিনি এই কার্যক্রমের মাধ্যমে একদিন সবাই জনশক্তিতে রূপান্তর হবে বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করে পিকেএসএফ ও ঘাসফুলকে ধন্যবাদ জানান।

জনাব মোঃ নওশের আলী *(উপ- মহাপরিদর্শক বাংলাদেশ পুলিশ চট্রগ্রাম)* : মোঃ নওশের আলী বলেন, এই কার্যক্রমের মাধ্যমে অত্র এলাকার জনসাধারণ সমৃদ্ধ হবে, সকল মানুষ ভেদাভেদ ভুলে সমৃদ্ধির জন্য এক হয়ে কাজ করবে এবং এই কার্যক্রমের মাধ্যমে

কর্ম-পরিবেশ ও এলাকার উন্নতি হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন ।

ড: জসিম উদ্দিন *(উপ- ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ)* : আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কারিগরী দক্ষতা উন্নয়নের জন্য সমৃদ্ধি কর্মসূচি কাজ করছে। তিনি বলেন পরিবার থেকে গ্রাম, গ্রাম থেকে ইউনিয়ন, ইউনিয়ন থেকে উপজেলা/উপজেলা থেকে ক্রমান্বয়ে দেশকে উন্নয়ন করাই সমৃদ্ধি কার্যক্রমের লক্ষ্য। ৬৫৭৪টি পরিবারের মধ্যে ৪৪৩ টি পরিবারে স্যানিটেশন ব্যবস্থা, ৬৫০ টি পরিবারে সবজি বীজ, ২৯ টি অগভীর নলকূপ, ২৮ জন যুবককে কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে সমৃদ্ধি প্রকল্পের মাধ্যমে। উপস্থিত সবাইকে উন্নয়নের পথে এক সাথে চলার আহবান জানান তিনি।

ইসরাত জাহান পান্না *(উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, হাটহাজারী)* : ইসরাত জাহান পান্না পিকেএসএফ ও ঘাসফুলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, মেখলবাসীকে নিজের উদ্যোগে এগিয়ে আসতে হবে এবং নিজেদের সচেতনতা নিজেকেই তৈরী করতে হবে, ঘাসফুল সহযোগিতা করবে। তিনি ঘাসফুল এর প্রশংসা করে বলেন, সমৃদ্ধি কর্মসূচি এ এলাকার উন্নয়নে একটি মডেল হয়ে কাজ করছে।

অধ্যক্ষ মো: ইসমাইল *(উপজেলা চেয়ারম্যন)* : অধ্যক্ষ মোঃ ইসমাইল স্বাধীনতার মাসে শহীদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন ও সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে মেখলবাসীর সার্বিক উন্নয়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

মো: মাহাবুব-উল-আলম *(নবনির্বাচিত উপজেলা চেয়ারম্যান)*: জনাব মাহবুবুল আলম চৌধুরী বলেন, তার বিশ্বাস সমৃদ্ধি কর্মসূচির মাধ্যমে এলাকার সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব। তিনি ঘাসফুল এর কর্মকান্ডের প্রশংসা করেন এবং এ প্রকল্পের পরিধি যেন হাটহাজারীর সকল এলাকায় পৌছায় এব্যাপারে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

মো: গিয়াস উদ্দিন *(মেখল ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান)* : মোঃ গিয়াস উদ্দিন অবহেলিত, নিপিড়ীত মেখলবাসীর মানুষের পাশে সমৃদ্ধি প্রকল্পের সহায়তার জন্য পিকেএসএফ ও ঘাসফুল এর প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন জানান। সমৃদ্ধি প্রকল্পের মাধ্যমে মেখলবাসীর উন্নতি সাধনের উদ্যোগ গ্রহণ করায় তিনি ঘাসফুলকে ধন্যবাদ জানান।

ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী : ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের ভাইস-চেয়ারম্যান বিশিষ্ট সমাজ বিজ্ঞানী ড. মনজুরুল-উল-আমিন চৌধুরী অনুষ্ঠানে সবাইকে অভিনন্দন ও স্বাধীনতার শহীদদের প্রতি সম্মান জানিয়ে তার স্বাগত বক্তব্য শুরু করেন। তিনি ঘাসফুলের প্রতিষ্ঠালগ্নের বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন। ২০১৩ সালে মেখল ইউনিয়নের দরিদ্র অবহেলিত সাধারণ মানুষের সহায়তা ও মেখলের কৃষিজীবি মানুষের উন্নয়নের জন্য সমৃদ্ধি প্রকল্প কাজ শুরু করেছে উল্লেখ করে বলেন, এই কার্যক্রমের মাধ্যমে মেখলকে শতভাগ স্যানিটেশন কার্যক্রমের আওতায় আনা হবে ও বিদ্যুৎ চালিত সেচযন্ত্র সোলার চালিত করা হয়েছে বলে জানান। এছাড়া তিনি ঘাসফুল পল্লী তথ্য কেন্দ্রের কার্যক্রম তুলে ধরেন। তিনি বলেন ইউনিয়নভুক্ত দরিদ্র পরিবারগুলোকে ক্ষমতায়িত করে টেকসই ভিত্তিতে পরিবারগুলোর দারিদ্র কমিয়ে আনা এবং নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষাসহ দরিদ্রদের জীবন-জীবিকা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অনুষঙ্গ নিয়ে সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করা। উল্লেখ্য ক্ষুদ্রঋণও এই সমন্বিত কর্মসূচীর একটি অনুষঙ্গ হিসেবে কাজ করবে। তিনি সমৃদ্ধি'র কর্মসূচীর বিস্তারিত তুলে ধরে বলেন, এই কর্মসূচীর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে যে সমস্ত কর্মকান্ড রয়েছে তা হলো- স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক কার্যক্রম, শিক্ষা কার্যক্রম, যুব উন্নয়ন, সৌরবিদ্যুৎ, বন্ধুচুলা, কমিউনিটি-ভিত্তিক উন্নয়ন, ঔষধী গাছ 'বাসক' চাষাবাদ, বিশেষ সঞ্চয়, আয়বর্ধনমুলক বিষয়ক প্রশিক্ষণ, আর্থিক সহায়তা, বসত বাড়িতে সবজি চাষ, স্যানিটেশন কার্যক্রমসমূহ ও সমৃদ্ধি ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি গঠন এবং সমৃদ্ধি কেন্দ্র গঠন। সমৃদ্ধি কর্মসূচী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর ও পরিদপ্তরের স্থানীয় কার্যালয়, ইউনিয়ন পরিষদ, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নে নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী বেসরকারী দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা, স্থানীয় সচেতন সমাজ,ব্যক্তিদের সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ, সমঝোতা ও সমন্বয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। তিনি বলেন বাংলাদেশে এ কর্মসুচি একটি উন্নয়নের মাইল ফলক হবে। তিনি অনুষ্ঠান সফলভাবে সম্পন্ন করার বিষয়ে সহায়তা দানকারী সকলকে ধন্যবাদ জানান।

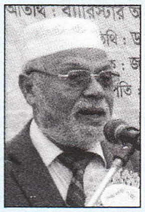

প্রফেসর ড. গোলাম রহমান (চেয়ারম্যান, ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদ) : ড. গোলাম রহমান বলেন, জনগণের সম্পৃক্ততা ছাড়া কোনো উন্নয়ন সম্ভব নয়। তিনি সমবেত জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, এই মেলার প্রতিটি স্টল গণমানুষের দারিদ্র দূরীকরণের সাথে সম্পৃক্ত। তিনি বলেন, জনসংখ্যা বাংলাদেশের জন্য একটি বড় সমস্যা, তবে যথাযথ উদ্যোগের মাধ্যমে তাদের কর্ম-শক্তিতে রূপান্তর করা সম্ভব। সমন্বিত পরিকল্পনার মাধ্যমে মেখলকে দারিদ্রমুক্ত করা যায়- এ বিষয়ে তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি পিকেএসএফের চেয়ারম্যান ড. খলীকুজ্জমান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ আবদুল করিম ও পিকেএসএফের সকল কর্মকর্তাবৃন্দের কাছে কৃর্তজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন- এই মেলা আয়োজনে সহযোগিতা ও সক্রিয় অংশ গ্রহণের জন্য এবং সমৃদ্ধি প্রকল্পের মত একটি সূসমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে ঘাসফুলকে বাস্তবায়নকারি হিসেবে বেছে নেওয়ার জন্য। তিনি সমৃদ্ধি কর্মসূচির সফলতা কামনা করে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আলোচনা সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সমৃদ্ধি উন্নয়ন মেলার উন্নয়ন ইস্যুভিত্তিক স্টলগুলো;

সমৃদ্ধি উন্নয়ন মেলার উদ্দেশ্য হচ্ছে সমৃদ্ধি কর্মসূচির বিভিন্ন কাজসমূহ ষ্টল প্রদর্শনের মাধ্যমে জনগণের কাছে তুলে ধরা এবং উন্নয়ন কৌশলসমূহ উপস্থাপন করে ব্যাপক জন-সচেতনতা সৃষ্টি করা। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখা। মেলা উদ্বোধনের পর পর মেলার প্রদর্শিত বিভিন্ন স্বাস্থ্য বিষয়ক ক্যাম্পসমূহ উদ্বোধন করা হয়। উক্ত ক্যাম্পসমূহে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়। স্বাস্থ্যক্যাম্পে ব্লাডগ্রুপিং ও ব্লাড কালেকশন স্টল পরিচালনায় চট্টগ্রাম রেড ক্রিসেন্ট ও বিনামূল্যে চোখ ছানি ক্যাম্প চট্টগ্রাম লায়ন্স হাসপাতালের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয় এবং মেলায় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মাধ্যমে মেলায় আগত রোগীদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়। স্বাস্থ্য ক্যাম্পের মধ্যে চক্ষু-চিকিৎসা, ডায়াবেটিকস পরীক্ষা, নারী ও শিশু রোগী, ব্রেষ্ট ক্যান্সার রোগী, চর্ম ও যৌন রোগীদের চিকিৎসা দেয়া হয়। মেলায় রক্ত দান কর্মসূচী ছিল উল্লেখযোগ্য। চোখে ছানি পড়া ১৭ জন রোগীকে শনাক্ত করা হয়। ইতিমধ্যে ৪জন পুরুষ এবং ৪জন নারীর চোখের ছানী অপারেশনও সম্পন্ন করা হয়েছে।

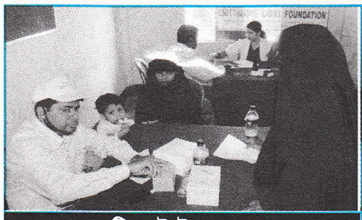

ডায়াবেটিক টেস্ট সেবা ক্যাম্প

চক্ষু সেবা ক্যাম্প

সাধারণ স্বাস্থ্য সেবা ক্যাম্প

ব্রেষ্ট ক্যান্সার, মা ও শিশু স্বাস্থ্য ক্যাম্প

উন্নয়নের ইস্যুভিত্তিক প্রদর্শনী স্টলসমূহ : উন্নয়ন মেলায় স্টলগুলোর মধ্যে মেলার বিশেষ আকর্ষণ ছিল "সমৃদ্ধ বাড়ি"। সমৃদ্ধ বাড়ির আঙ্গিনায় সবজি চাষ করা হয়েছে, মাছ চাষের জন্য বাড়ির পাশে রয়েছে পুকুর, রয়েছে সুপেয় পানির ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা। **কৃষি প্রযুক্তি বিষয়ক ষ্টলের মধ্যে:** কৃষি পণ্য ও বীজ সংরক্ষণ, যেখানে দেখানো হয়েছে উন্নত জাতের কৃষিপণ্য এবং বীজ সংরক্ষণের প্রাকৃতিক নিয়মাবলী। পরিবেশ বান্ধব নবায়নযোগ্য জ্বালানী ও জৈব সার উৎপাদন, ফোরেমোন ফাঁদ ব্যবহার করে ক্ষতিকর কীট নিয়ন্ত্রণ করে বিষমুক্ত সবজি উৎপাদন, গুটি ইউরিয়া ও পোরাস পাইপের ব্যবহার, এতে জমিতে গুটি ইউরিয়া সার ব্যাবহার পদ্ধতি তুলে ধরা হয় এবং পোরাস পাইপ ব্যবহারের মাধ্যমে জমিতে পানির চাহিদা পূরণ পদ্ধতি তুলে ধরা হয়। কেঁচো সার উৎপাদন, এতে দেখানো হয় কিভাবে গরুর গোবর এবং কেঁচোর মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ে সহজে কোঁচো সার উৎপাদন করা যায়। ষ্টলে হাটহাজারীর বিখ্যাত লাল মরিচও প্রদর্শন করা হয়। প্রাণী সম্পদ বিষয়ক স্টল গুলোর মধ্যে আধুনিক পদ্ধতিতে মাচায় ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালন দেখানো হয়। মাচায় দেশীয় উন্নত জাতের ছাগল পালন পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে দেখানো হয়- এই পদ্ধতিতে ছাগল পালন করলে কম খরচে অধিক মুনাফা করা যায়। **চট্টগ্রামের লাল গরু প্রদর্শন:** এই ষ্টলে চট্টগ্রাম জেলার রেড ক্যাটল চিটাগাং (আরসিসি) খ্যাত লাল গরু প্রদর্শন করা হয়। **বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট:** এখানে দেখানো হয়, যে সকল পরিবারে চারটি গরু রয়েছে তারা কম খরচে বায়োগ্যাস উৎপাদন করে নিজেদের জ্বালানি চাহিদা পূরন করতে পারে। বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করলে মানুষ গাছ কাটা থেকে বিরত থাকবে বাড়তি গ্যাস সংযোগের মাধ্যমে পাশ্ববর্তী পরিবারেও তা বিক্রয় করে লাভবান হতে পারবে। ফলশ্রুতিতে প্রাকৃতিক গ্যাসের ওপর চাপ কমবে। ঘাসফুল আইসিটি ষ্টল তাদের তথ্য প্রযুক্তি, ফ্রিল্যান্সিং, পল্লী তথ্য কেন্দ্র ইত্যাদি কার্যক্রম তুলে ধরে। ঘাসফুল আইসিটি এর উল্লেখযোগ্য আইটেম ছিল, আউটসোর্সিং-এ কাজ করতে আগ্রহী তরুণ-তরুণীদের বায়োডাটা সংগ্রহ, প্রশিক্ষণ এবং আর্ন্তজাতিক বাজারে কাজ সংগ্রহে প্রযুক্তিগত, ধারণাগত সহায়তা প্রদান। উল্লেখ্য এই ইস্যুতে স্থানীয় শিক্ষিত অধিবাসীদের মাঝে প্রচুর সাড়া পাওয়া যায়। প্রবীণ কর্ণারে সম্মানিত অতিথিরা signature campaign এ অংশগ্রহণ করেন। ঘাসফুল আইসিটি স্টল হতে অতিথিরা ফ্রি ল্যান্সিং প্রশিক্ষণ সম্পর্কে খোঁজ নেন। মেলায় আগত দর্শণার্থীরা ঘাসফুল বায়োগ্যাস, কেঁচোসার (ভার্মি কম্পোজ) ও আরসিসি, বিলুপ্ত জাতের ধানের বীজ সম্পর্কে কথা বলেন। যুব উন্নয়ন ও চাকুরী সংক্রান্ত ষ্টলে যুবকদের কাছ থেকে জীবন বৃত্তান্ত গ্রহণ করা হয় এবং হবিগঞ্জ জেলা থেকে আগত দি প্যালেস রিসোর্ট কর্তৃপক্ষ তাদের রিসোর্টে বিভিন্ন পদে চাকুরী জন্য মেলায় আগত যুবকদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। চারটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান আইডিএফ তাদের ষ্টলে সৌর বিদ্যুৎ ও কৃষিজ বিষয়সমূহ তুলে ধরে। ইপসা তাদের উপকারভোগীদের তৈরী করা হস্তশিল্প প্রদর্শন করে, এ ছাড়া প্রতিবন্ধি নেটওয়ার্ক প্রতিবন্ধি মানুষদের ব্যবহার করার জন্য বিশেষ ধরনের কিছু উপকরণ উপস্থাপন করে, এসআরডিএস ও রহিম আফরোজ রিনিউভেল এনার্জি লিঃ সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন বিষয়ক তাদের সেবাসমূহ মানুষের কাছে তুলে ধরে। এ ছাড়া ঘাসফুলের পক্ষে মেলায় দুটি আপ্যায়ন ষ্টলের মাধ্যমে বিনামূল্যে সকলের জন্য চা এবং সূ-স্বাদু পিঠার ব্যবস্থা ছিল।

ফেরোমোন ফাদ

গুটি ইউরিয়া ও পোরাস পাইপ

কৃষি পণ্য ও উন্নত বীজ

মাচায় ছাগল পালন

সমৃদ্ধ বাড়ি

বায়োগ্যাস প্লান্ট

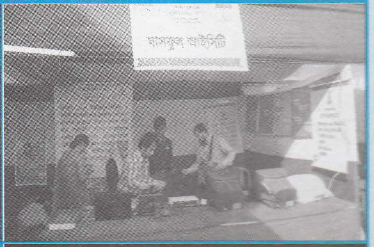

ঘাসফুল আইসিটি

ইপসা ষ্টল

আইডিএফ ষ্টল

আপ্যায়নের ষ্টল

একনজরে স্টল পরিচিতি

(১). ফেরোমোন ফাঁদ ব্যবহার করে বিষমুক্ত সবজি উৎপাদন (২). গুটি ইউরিয়া, পোরাস পাইপের ব্যবহার ও হাটহাজারীর জনপ্রিয় মরিচ চাষ (৩). কৃষি পণ্য ও বীজ সংরক্ষণ পদ্ধতি –ঘাসফুল (এই স্টলটিতে বিলুপ্তপ্রাপ্ত ১৭ প্রজাতির ধানের বীজ সংরক্ষিত রয়েছে) (৪). সমৃদ্ধ বাড়ি (এই বাড়িটির বৈশিষ্ট্য হল বিভিন্ন জাতের ঔষধী গাছ দিয়ে বাড়িটির বেড়া দেয়া হয়েছে) (৫). বায়োগ্যাস প্লান্ট (৬). ঘাসফুল আইসিটি (৭). ইপসা ষ্টল (৮). আই ডি এফ ষ্টল (৯). সমৃদ্ধি কর্মসূচি (১০). আপ্যায়ন ষ্টল (১১) চট্টগ্রামের লাল গরু (রেড ক্যাটেল চিটাগং) (১২). এস ডি আর এস (১৩). প্রতিবন্ধী নেটওয়ার্ক (১৪). রহিম আফরোজ রিনিউবেল এনার্জ লিঃ (১৫). পরিবেশ বান্ধব জ্বালানি ও জৈব সার উৎপাদন (১৬). আর সি সি পালন ও কেঁচো সার উৎপাদন (১৭). আধুনিক পদ্ধতিতে মাচায় ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালন (১৮) ক্রাফট এন্ড পাবলিকেশন (১৯).আর্থিক অর্ন্তভূক্তিকরণ ও ঝুঁকি নিরসন (২০).এডোলেসেন্ট কর্ণার (২১). প্রবীন কর্ণার (২২). হালদা নদীর মাছ চাষের সম্ভাবনা ও পরিকল্পনা (২৩). পিঠা স্টল (২৪). আপ্যায়ন ফ্রি টি স্টল।

এছাড়াও ৫টি বিনা মূল্যে স্বাস্থ্যসেবা ক্যাম্পঃ যা বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত হয়

* মেডিসিন, চর্ম ও যৌন রোগের ব্যবস্থাপত্র প্রদান (দিন শেষে মোট ১১৮ জন রোগীর সেবা দেয়া হয়)
* ব্রেস্ট ক্যান্সার ও জরায়ু মুখ ক্যান্সার বিষয়ে ডাক্তারের পরামর্শ ও ব্যবস্থা পত্র প্রদান। দিন শেষে মোট ৮৫ জন রোগীর সেবা দেয়া হয় ।
* মা ও শিশু (দিন শেষে মোট ১২২ জন রোগীর সেবা দেয়া হয়)।
* সর্ব সাধারনের জন্য বিনা মূল্যে স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র –
* ডায়াবেটিস চিকিৎসা (দিন শেষে মোট ১৭২ জন রোগীর সেবা দেয়া হয়)।

ছবিতে সমৃদ্ধি কর্মসূচি

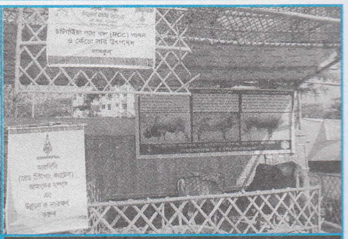

চট্টগ্রামের লাল গরু (রেড ক্যাটেল চিটাগাং)

এসডিআরএস

প্রতিবন্ধী নেটওয়ার্ক

রহিম আফরোজ

* চক্ষু চিকিৎসা (দিন শেষে মোট ৩৭৪ জন রোগীর সেবা দেয়া হয়)।
* অপারেশনের জন্য ১৭ জন রোগী বাছাই করা হয় ।
* স্বেচ্ছায় রক্তদান।

মেলায় ছিল আবহ বাংলার বিনোদন ঃ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান:

মেলায় দুপুরের পর এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শুরুতে 'বাতাসে লাশের গন্ধ পাই' কবিতাটি আবৃত্তি করেন ঘাসফুল কর্মকর্তা কান্তা মল্লিক। উক্ত অনুষ্ঠানে বিখ্যাত রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী অণিরুদ্ধ সেনগুপ্ত, বাউল শিল্পী মানস পাল, মোস্তফা কামাল এবং অমিত সেনগুপ্ত, গান পরিবেশন করে উন্নয়ন মেলাকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলে। খাগড়ছড়ির উপজাতীয় নৃত্য দর্শকদের ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছে। অণিরুদ্ধ সেনের ভরাট গলায় রবীন্দ্র সঙ্গীত যেমন সুধীজনের মাথা দুলিয়েছে, তেমনি মাটির সুরে মানস পালের বাউল গানের তালে তালে নাচিয়েছে মেখলের শিশু-তরুণ-বৃদ্ধ হাজারো দর্শক। শিল্পী অমিত সেন গুপ্তের মায়া লাগানো চাটগাঁইয়া আঞ্চলিক গান হঠাৎ মাঠে তুফান তুলে। অনুষ্ঠানে বুড়ো শিশু তরুন মাতোয়ারা হয়ে নেমে পড়ে মাতাল নৃত্যে। পুরো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন মোঃ জোবায়দুর রশিদ এবং অনুষ্ঠান পরিকল্পনায় ছিলেন, ঘাসফুল কর্মকর্তা টুটুল কুমার দাশ।

সর্বশেষ সন্ধ্যার পর পিকেএসএফ এর ভ্রাম্যমান প্রজেক্টরে প্রামান্যচিত্র প্রদর্শন:

সমৃদ্ধি উন্নয়ন মেলার সমাপ্তিলগ্নে পিকেএসএফ এর পরিবেশনায় মোবাইল সিনেমা প্রদর্শিত হয়। মেলায় আগত দর্শনার্থীদের মোবাইল ভ্যানের মাধ্যমে পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড তুলে ধরা হয়। উক্ত মোবাইল ভ্যানে ভিডিও প্রদর্শন মেলায় আগত দর্শকদের মনে ব্যাপক আশা ও উৎসাহের সঞ্চার করে। সন্ধ্যার পর অন্তত পাঁচ শতাধিক দর্শক তন্ময় হয়ে সিনেমাটি উপভোগ করে।

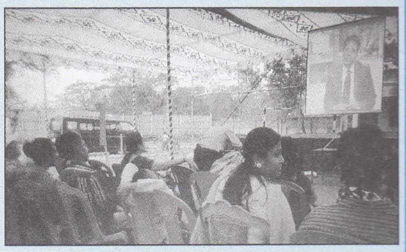

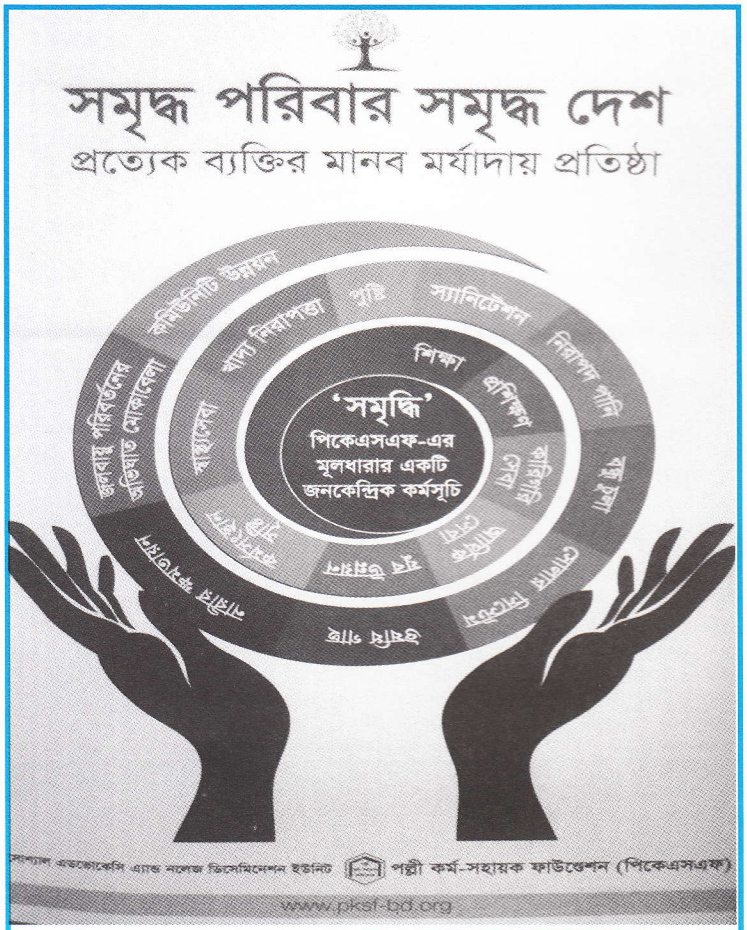

একনজরে মেখল ইউনিয়নে উন্নয়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচি পরিচালিত (জানু-মার্চ ২০১৪) কার্যক্রম

জানুয়ারী	* মেখল ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডে শিশু-২য় শ্রেণী পর্যায়ের ২১টি বৈকালিক পাঠদান কেন্দ্রের মাধ্যমে ৫৭৭জন শিশুকে পাঠদান। * স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে ৩৬৭জন । * ১০ প্রজাতির সবজি বীজ প্রদান করা হয় ৬৫০ পরিবারে। এ বীজ প্রদান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ১২০০ শতাংশ জমিতে নানাজাতের সবজি চাষাবাদ করা হয়। * কৃমি নাশক ঔষধ বিতরণ করা হয় ১৬০০০ জনকে। * ৯৬ টি গরুকে ক্ষুরারোগের টিকা দেয়া হয়।
ফেব্রুয়ারী	* মেখল ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডে শিশু-২য়শ্রেণী পর্যায়ের ২১টি বৈকালিক পাঠদান কেন্দ্রের মাধ্যমে ৫৭৭জন শিশুকে পাঠদান। * স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে ২৮৬৩জন । * স্যানিটারি টয়লেট বিতরণ করা হয় ২০০টি পরিবারে। * ৫ প্রজাতির সবজি বীজ প্রদান করা হয় ৩৫০ পরিবারে। * কৃমি নাশক ঔষধ বিতরণ করা হয় ২০০০ জনকে। * বায়ুগ্যাস ওরিয়েন্টশন সভা- ১টি
মার্চ	* মেখল ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডে শিশু-২য়শ্রেণী পর্যায়ের ২১টি বৈকালিক পাঠদান কেন্দ্রের মাধ্যমে ৫৭৭জন শিশুকে পাঠদান। * স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে ১,২৪৮জন । * স্যানিটারি টয়লেট বিতরণ করা হয় ১০০টি পরিবারে। * ৪ প্রজাতির খরিপ সবজি বীজ প্রদান করা হয় ৩৫০ পরিবারে।

ঘাসফুল মানবসম্পদ উন্নয়ন বিভাগ এর (জানু-মার্চ ১৪) তথ্য

ঘাসফুল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে স্টাফ ওরিয়েন্টেশন

ঘাসফুল মানব সম্পদ বিভাগ জানু-মার্চ'১৪ পর্যন্ত বিভিন্ন পদে জনবল নিয়োগ করে ৪৩জন এবং এই সময়ের মধ্যে সংস্থা ত্যাগ করে ২৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী। বর্তমানে সর্বমোট জনবল সংখ্যা ৫১২জন।

মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণ

- 'কৃষি ইউনিট ও প্রাণীসম্পদ ইউনিট' এর অবহিত করণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় গত ১৯-২০ জানুয়ারি ২০১৪ পিকেএসএফ এ। উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন সৈয়দ লুৎফুল কবির চৌধুরী (হেড অব মাইক্রোফিন্যান্স) এবং শেখ মো: ফজলে রাব্বি (জু:ম্যানেজার,কৃষি)।
- ফেডারেশন অব এনজিওস ইন বাংলাদেশ (এফএনবি) আয়োজিত গত ২৮ জানুয়ারি ২০১৪ 'scope of work' শীর্ষক শিরোনামে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় সিরডাপ মিলনায়তনে। উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন মো: তাজুল ইসলাম খান (প্রোগ্রাম ম্যানেজার এমই)।
- গত ২৬-৩০ জানুয়ারি ২০১৪ প্ল্যান বাংলাদেশ আয়োজিত 'youth group and peer leader' শিরোনামে এক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয় ব্রাক ট্রেনিং সেন্টারে। উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন জান্নাতুল মাওয়া (পিও, পিএইচআর)।
- হাসাব আয়োজিত গত ২৮ জানুয়ারি ২০১৪ ইপসা ট্রেনিং সেন্টারে 'এডোলেসন্ট' বিষয়ক এক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন ফারহানা ইয়াসমিন (জুনিয়র অফিসার, এসডিপি)।
- বাংলাদেশ ব্যাংক (এম আর এ) আয়োজিত গত ০৪-০৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ ' আর্থিক বিবরনী প্রণয়ন' শিরোনামে এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় দি ইনিস্টিটিউট অব বাংলাদেশ চার্টার্ড একাউনটেন্ট ভবনে। উক্ত প্রশিক্ষন কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন মারুফুল করিম চৌধুরী (হেড অব ফিন্যান্স এন্ড একাউন্টস)।
- 'পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন' শিরোনামে এক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয় পিকেএসএফ ট্রেনিং সেন্টারে গত ০৯-১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন টুটুল কুমার দাশ (ম্যানেজার মনিটরিং) ও মো: ওয়াহিদ জাবের চৌধুরী (ম্যানেজার-অডিট)।
- 'Internal audit for operation of NGO/MFIS' বিষয়ক এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয় গত ১৬-২০ শে ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পিকেএসএফ ট্রেনিং সেন্টারে। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন মো: ওয়াহিদ জাবের চৌধুরী (ম্যানেজার অডিট)।
- 'পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন' শিরোনামে এক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয় পিকেএসএফ ট্রেনিং সেন্টারে গত ১৮-২০মার্চ ২০১৪। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন মো: আনোয়ার হোসেন(জু:আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক)।
- গত ২৩-২৫মার্চ ২০১৪ 'আর্থিক পণ্যের নক্শা প্রণয়ন ও পণ্যেও বহুমুখীকরণ' বিষয়ক এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয় পিকেএসএফ ট্রেনিং সেন্টারে। উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন প্রবাল ভৌমিক (জু:আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক) ও আবুল কাশেম (ম্যানেজার, মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ)।
- Incinden Bangladesh এর উদ্যোগে গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ও ৩১মার্চ 'communication Skill'I 'Life Skil' শিরোনামে পৃথক দু'টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালা দু'টিতে যথাক্রমে অংশগ্রহণ করেন জেসমিন আক্তার (অফিসার, ফ্রন্ট ডেস্ক), মাসহুদা আক্তার (পিও, সিএইচডব্লিউইভিটি প্রকল্প)।

ঘাসফুল এমআইএস বিভাগ

ঘাসফুল মাইক্রোফিন্যান্স কার্যক্রম এর ডিজিটালাইজেশন সম্পন্ন, শীঘ্রই উদ্বোধন

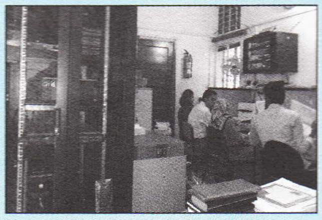

তথ্য প্রযুক্তির এই যুগে চলমান কর্মসূচী ডিজিটালাইজেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমুহের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা সর্বোপরি প্রয়োজন অনুযায়ী তথ্য বিন্যাস ও তথ্যপ্রাপ্তি সহজতর করার জন্য ডিজিটালাইজেশনের বিকল্প নেই। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে ঘাসফুল তার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম ডিজিলাইজেশন প্রক্রিয়া আরম্ভ করে জুন ২০১৩ সালে এবং তা ইতিমধ্যে সফলভাবে সমাপ্ত হয়। ঘাসফুল এমআইএস বিভাগ এর এক তথ্যসূত্রে জানা যায়, মাইক্রোফিন্যান্স কার্যক্রম ডিজিটাইলাইজেশন শীঘ্রই আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হবে। এই কার্যক্রমের উপকারভোগী, ঘাসফুল কর্তৃপক্ষ এবং কর্মীদের যে সমস্ত সুবিধাদি নিশ্চিত হবে, তা হলো; গ্রাহকদের প্রোফাইল সংরক্ষণ, কর্মীদের কাজের চাপ কমে যাওয়া, শুধুমাত্র ঠিক চিহ্ন দিয়ে গ্রাহকদের তথ্য সরবরাহ করা, স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা, স্বল্প সময়ে রিপোর্টিং, আর্থিক অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধ মনিটরিং ও অডিটিং ব্যবস্থা জোরদার, মোবাইল ফোনে ক্ষুদে বার্তার মাধ্যমে গ্রাহকদের জমা-উত্তোলন নিশ্চিত করা। উল্লেখ্য ঘাসফুল মাইক্রোফিন্যান্স কার্যক্রমের পাশাপাশি চলমান অন্যান্য কার্যক্রমও ডিজিটাইলেজশনের পরিকল্পনা রয়েছে।

সিএইচডব্লিউইভিটি প্রকল্প

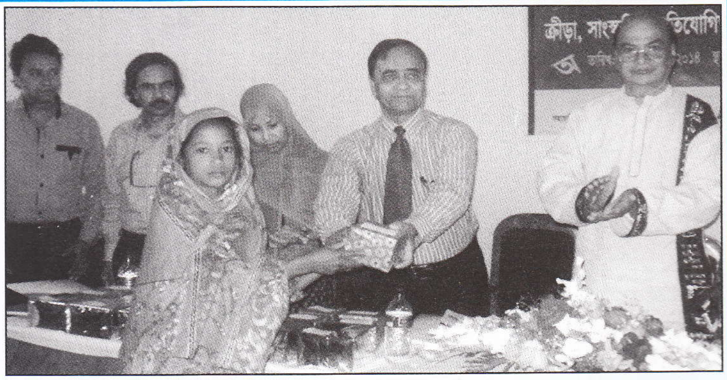

>> ১ম পৃষ্ঠার পর >> মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় ঘাসফুল ও সহযোগী সংস্থা ইলমা ও ওয়াচের আয়োজনে গত ২৬ ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রাম শিশু একাডেমী প্রাঙ্গনে প্রকল্পের কর্মজীবি শিশুদের সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। প্রতিযোগিতায় ৩টি ইভেন্টে ২৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ১ম, ২য়, ৩য় স্থান অধিকারকারীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। বিকালে পুরস্কার বিতরণ ও সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের ভাইস-চেয়ারম্যান ড.মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী। প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তর চট্টগ্রামের উপ-পরিচালক- আবু আহমেদ, বিশেষ অতিথি ছিলেন, দৈনিক প্রথম আলো চট্টগ্রামের যুগ্ম-সম্পাদক বিশ্বজিৎ চৌধুরী, দৈনিক মুক্তবাণীর সম্পাদক, কল্যাণ চক্রবর্তী, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী চট্টগ্রাম এর জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা, জি এম আবদুস সালাম, ইলমার প্রধান নির্বাহী জেসমিন সুলতানা পারু, ওয়াচের নির্বাহী পরিচালক রেবেকা সুলতানা, ঘাসফুলের উপ-পরিচালক মফিজুর রহমান ও সহকারী পরিচালক (এসডিপি) আনজুমান বানু লিমা। পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে মোট ৩টি ইভেন্টে ২৭জন কর্মজীবি শিশু পুরস্কার লাভ করে।

ঢাকার বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা **VAFWSD** ***পরিদর্শন :*** গত ১১ ফেব্রুয়ারী ২০১৪ CHWEVT প্রকল্পের ঘাসফুল, ইলমা, ওয়াচ এর কর্মকর্তারা মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহযোগি ঢাকাস্থ বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা VAFWSD এর বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করে। পরিদর্শন দলের অংশগ্রহণকারীরা হলেন ঘাসফুল এর সহকারী পরিচালক আনজুমান বানু লিমা, প্রকল্প সমন্বয়কারী জোবায়দুর রশীদ, প্রোগ্রাম ম্যানেজার সিরাজুল ইসলাম, মোহাম্মদ আরিফ, একাউন্টস এন্ড এডমিন ম্যানেজার গিয়াস উদ্দিন, প্রোগ্রাম অফিসার মাসহুদা আক্তার ও সুচিত্রা মিত্র। ওয়াচের প্রোগ্রাম অফিসার সুকুমার দাশ, মোহাম্মদ নুরুল আজিম, ইলমার প্রোগ্রাম অফিসার মির্জা মিজান।

অভিভাবকদের নিয়ে সচেতনতামূলক সভা : ঘাসফুল মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ৫টি ওয়ার্ডে ৮টি মিটিং সম্পন্ন করেন। মিটিং এর মূল বিষয়বস্তু ছিল- বাংলাদেশ সরকার অনুমোদিত ৩৮টি ঝুঁকিপূর্ণ কাজে জড়িত কর্মজীবি শিশুদের সচেতনতা বৃদ্ধি, অভিভাবকদের সাথে সমন্বয় ও এলাকায় সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের সাথে সমন্বয় করে বিভিন্ন সেবা নিশ্চিত করার বিষয়ে এ সভায় আলোচনা হয়। সভায় কর্মজীবি শিশুদের অভিভাবক, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, সরকারী স্কুলের শিক্ষক, মসজিদের ইমামসহ প্রকল্পের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

কর্মজীবি শিশু, অভিভাবক, নিয়োগকর্তা ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে সচেতনতা সভা : মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ৫টি ওয়ার্ডে পরিচলিত ঘাসফুল সেন্টার সমুহের সমন্বয়ে একটি মিটিং সম্পন্ন হয়। মিটিং এর মূল বিষয়বস্তু ছিল- ৩৮টি ঝুঁকিপূর্ণ কাজে জড়িত কর্মজীবি শিশুদের উন্নয়নের জন্য নিয়োগকর্তাদের ভূমিকা। মিটিং এ যে সব শিশুরা ঝুঁকিপূর্ণ কাজে জড়িত আছে তাদের সর্বনিম্ন এক ঘন্টা পড়া লোখার সুযোগ সৃষ্টি এবং যে কাজটি ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে সেসব কাজ থেকে কম ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়ে আসা। মিটিং এ অভিভাবকদের আরো সচেতনতা বৃদ্ধি করা, শিশুদেরকে এ বয়সে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে না পাঠানো, শিশু সুরক্ষা কমিটি গঠন করার উদ্যোগ নেয়ার বিষয়ে আলাচনা হয়। সভায় কর্মজীবি শিশুদের নিয়োগকর্তা, অভিভাবক, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, সরকারী স্কুলের শিক্ষক ও প্রকল্পের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

কর্মপরিবেশ আচরণবিধি বিষয়ে নিয়োগকর্তা ও কর্মজীবি শিশুদের সচেতনতামূলক সভা : কদমতলী আলোসিঁড়ি ক্লাবে বিভিন্ন কারখানা-প্রতিষ্ঠানের মালিকদের সাথে প্রকল্পের এক সভা সম্পন্ন হয়। বাংলাদেশ সরকারের ঘোষিত শ্রম আইন ২০০৬ এর আলোকে কর্মজীবি শিশুদের নিয়োগ, কর্মস্থলে কাজের কর্মপরিবেশ উন্নয়ন, কম শ্রমঘন্টা নির্ধারণ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি ইত্যাদি বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। শিশুদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য কর্মস্থলে শিশুর কিরূপ আচরণ করা হবে তা নিয়ে আলোচনা হয় এবং আচরণবিধির একটি রূপরেখা নির্ধারণ করা হয়।

কর্মজীবি শিশুদের শিক্ষাসফর : ঘাসফুল, ওয়াচ ও ইলমার সমন্বয়ে তিন সংস্থায় তিনটি চাইল্ড গ্রুপ গঠন করা হয়। চাইল্ড গ্রুপ এর বিভিন্ন কাজের মধ্যে স্টাডি ট্যুর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। গত ৩০মার্চ ২০১৪ ইং ছিল চাইল্ড গ্রুপ এর স্টাডি ট্যুর সম্পন্ন হয়। তিন সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মজীবি শিশুসহ প্রায় ১৮৫জনের একটি দল চট্টগ্রাম ফয়েজ লেক চিড়িয়াখানা পরিদর্শণ করে।

ঘাসফুল কৃষি ও প্রাণীসম্পদ ইউনিট ঃ

স্থানীয় কৃষকের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্য জৈব সার (কেঁচো সার বা ভার্মি কম্পোস্ট) উৎপাদন শুরু

কৃষকের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্য সম্প্রতি ঘাসফুলের উদ্যোগে পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় পটিয়া ও হাটহাজারীর মেখল ইউনিয়নে কেঁচো সার উৎপাদন শুরু করা হয়। কেঁচো সার একটি লাভজনক ও ফসলের জন্য অধিক উৎপাদনশীল জৈব সার। উৎপাদিত এসব জৈবসার দিয়ে ঘাসফুল উপকারভোগীদের কৃষিক্ষেত্রে সহায়তাসহ উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে স্থানীয় কৃষকদের পরিচয় করা, জৈবসার ব্যবহারে অভ্যস্ত করাই এই কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য। প্রতিটি কৃষক নিজ বাড়িতে আটদিন গোবরের স্তুপ রেখে রিং বা চারিতে কেঁচো ছেড়ে সহজেই এই কেঁচো সার (ভার্মি কম্পোস্ট) উৎপাদন করতে সক্ষম। কেঁচো সারের ভিতরে ফসলের জন্য উপকারি পুষ্টি গুনাগুন ক্ষুদ্র আকারে থাকে, যার ফলে মাটি সহজেই বেশি পরিমাণে গ্রহন করে এবং গাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। মার্চ ২০১৪ পর্যন্ত ঘাসফুল কৃষি ও প্রাণী সম্পদ ইউনিটের তত্ত্বাবধানে পটিয়া উপজেলা ২০টি এবং হাটহাজারী উপজেলায় ১০টিসহ মোট ৩০ টি ভার্মি কম্পোস্ট উৎপাদন প্ল্যান্ট স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। কেঁচো সার সাধারনত, গম, ভুট্টো, আখ, ডাল ,সরিষা ও বিভিন্ন সবজি উৎপাদনে ব্যবহার করা যায়। শেষ চাষের সময় জমিতে প্রতি শতকে ২-৫ কেজি কেঁচো সার মাটিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হয়। উল্লেখ্য ঘাসফুল কৃষি ও প্রাণীসম্পদ ইউনিট পরীক্ষামুলকভাবে এই কারিগরীমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

অতিথি কলাম (মতামত লেখকের নিজস্ব)

জীবনধারা পরিবর্তন ও আয় বৃদ্ধিকরণে নতুনত্ব

মাচায় ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল লালন-পালন

কালো ছাগল বাংলাদেশ ছাড়াও ভারতের সমগ্র পশ্চিম বাংলা ,আসাম ও মেঘালয়ে পাওয়া যায়। এদের নাম কালো ছাগল হলেও সাদা,বাদামী অথবা কালো রং এর সাথে সংমিশ্রন অবস্থায় দেখা যায়। এ জাতের ছাগলের মাংস অত্যন্ত সুস্বাদু। বৎসরে দু'বার এবং একত্রে দুটো হতে সর্বাধিক ছয়টা পর্যন্ত বাচ্চা প্রসব করার উদাহরন আছে। এরা দ্রুত বংশ বিস্তার ঘটাতে পারে।

কালো ছাগল বা ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল অত্যাধিক কষ্ট সহিষ্ণু ও চঞ্চল। অত্যন্ত নিম্নমানের ঘাসপাতা, লতাগুল্ম কাঁটাঝোপ, গাছের ছাল, শিকড় ইত্যাদি খেয়ে জীবন ধারন করতে সক্ষম। সুষম খাদ্য দিলে এবং উন্নত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত হলে এই জাতের ছাগল দৈনিক দেড় লিটার পর্যন্ত দুধ দিতে পারে, তবে একসাথে অধিক বাচ্চা জন্মগ্রহণ করার ফলে অনেক সময় দুধে টান পড়ে। এতে ছাগলের বাচ্চা অপুষ্টিজনিত রোগে ভোগে এবং পরে মারা যায়। এদের সোজা কান ও খাড়া বা বাঁকা শিং থাকে। এরা আকারে খুব ছোট। পূর্ণ বয়স্ক একটি পাঠার ওজন ২৫-৩০কেজি। সাধারণত ছাগীর ওজন ১৫-২০কেজি। শরীরের লোম ছোট, সুবিন্যস্থ, রেশমী এবং কোমল। লোমের গোড়া চামড়ার গভীরে কম প্রবিষ্ট থাকার ফলে উন্নতমানের পাকা চামড়া উৎপন্ন হয়। কালো ছাগলের চামড়া নরম, মোটা স্থৈর্য্যশীল এবং ভার্জ করলে পুন: অবস্থায় ফিরে আসার ক্ষমতা রাখে। বিশ্ব জুড়ে তাই কালো ছাগলের চামড়ার তুলনা নেই।

মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন কী : ছাগলকে দিনের বেলায় ৪-৫ ঘন্টা উন্মুক্ত মাঠে চরানোর পাশাপাশি অবশিষ্ট সময়ে মাচায় আবদ্ধ অবস্থায় রেখে প্রয়োজনীয় খাবার সরবারহ, স্বাস্থ্য ও প্রজনন সুবিধা প্রদান করে ছাগল পালনকে মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন বলে।

মাঁচায় ছাগল পালন : মাঁচা তৈরীর সময় একটি কাঠের/বাশেঁর বাটাম/ফালি বসানোর পর দ্বিতীয় বাটাম/ফালি প্রথম বাটাম ফালি হতে ১.৫-২সে.মি. অথবা এক আঙ্গুল পরিমান ফাকাঁ রেখে বসাতে হবে। মাচাঁয় উঠার জন্য সিঁড়ি তৈরী করে দিতে হবে। মাঁচার চারপাশে বেড়া থাকতে হবে। ছাগলের ঘরে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। প্রতিটি মা ছাগলকে ৮-১০ বর্গফুট জায়গা দিতে হবে অর্থাৎ ৬টি মা ছাগল ৪৮-৬০ বর্গফুট (দৈর্ঘ্যে ৮ হাত এবং প্রস্থ ৩.৫ হাত) জায়গা দিতে হবে। প্রতিটি মা ছাগলের জন্য প্রায় ৫ বর্গফুট আকারে ২ ফুট উঁচু মাচা তৈরী করতে হবে। মাচার নিচের ময়লা প্রতিদিন পরিষ্কার করতে হবে। শীতকালে মাচার উপর ১.৫ ইঞ্চি পুরু খড় বিছিয়ে রাখতে হবে, দিনের বেলা কিছু সময় এর জন্য বাড়ির উঠানে বা খোলা অবস্থায় (প্রতিটি মা ছাগলের জন্য ১০ বর্গফুট হিসাবে মোট ৪০ বর্গফুট, ৫ ফুট * ৮ ফুট) জায়গা প্রয়োজন। মাচায় ছাগল পালন করলে ঠান্ডা জনিত রোগ থেকে ছাগলকে সহজে রক্ষা করা যায়।

---------ডাঃ মেরী চৌধুরী (ডি.ভি.এম), জু ব্যবস্থাপক, ঘাসফুল প্রাণীসম্পদ ইউনিট।

ঘাসফুল বার্তা
বর্ষ ১৩, সংখ্যা ১, জানুয়ারী-মার্চ ২০১৪

সম্পাদকীয়

নারী দিবসঃ ঘাসফুল এর জন্য একটি অনন্য দিবস

আমি নারী আমি পারি/শুধু সৃষ্টিই নয় জানি ধ্বংস/আমি যে মহাশক্তির অংশ- কবি মৌ দা শ গুপ্তা

৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। ২০১৪ সালের নারী দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় 'নারী প্রগতি রাষ্ট্র সমাজ প্রগতি।' প্রতিবছরের মতো নারী দিবস পালনে বিশ্বের প্রত্যেকটি দেশ ভিন্ন ভিন্ন কর্মসূচি পালন করছে। প্রত্যেক দেশ তার নিজ সংস্কৃতি ও সামাজিক মূল্যবোধ থেকে নারী দিবস উদযাপন করে। ৮ মার্চ সারা বিশ্বে যখন নারী দিবস পালন করা হচ্ছে, অন্যদিকে হয়তো কোন নারী সহিংসতা বা নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। এ পরিস্থিতি উত্তরনের জন্য অনেকদিন থেকেই সরকারি ও বেসরকারিভাবে নানান পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। এক প্রতিবেদনে বলা হয় নারীরা বাইরের থেকে নিজ ঘরে অনেক বেশি নির্যাতিত হয়। সামাজিক সূচকে বাংলাদেশের বিস্ময়কর সাফল্যের পেছনে নারীর অগ্রগতি বড় ভূমিকা রাখলেও ঘরের মধ্যে কিন্তু নারীর অবস্থা তেমন বদলায়নি। বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল এর জন্য প্রতিবছর নারী দিবস এক অনন্য দিন হিসেবে আসে। কারন ১৯৭২ সালে ঘাসফুল প্রতিষ্ঠার অন্যতম লক্ষ্য ছিল নারীদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য স্বাবলম্বী করা আর নারীর ক্ষমতায়ন। সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা, শামসুন্নাহার রহমান পরাণ ব্যক্তিগতভাবে ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দীর্ঘদিন ধরে নির্যাতীত নারীদের সহায়তা, পুর্নবাসনের কাজ করেছেন। অতীতের তুলনায় বাংলাদেশে আজকে অবস্থানগতভাবে নারীদের অনেক ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। এই অর্জন বহু মানুষের, বহু নারী ব্যক্তিত্ব, নারীনেত্রী, সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল। আজকে নারীর পদচারণা কোথায় নেই? কৃষি কাজ, চাতাল নির্মান, সেনা বাহিনী, ক্রিকেট ও অন্যান্য খেলাধুলা জীবনের এমন কোন ঝুঁকিপূর্ন পেশা নেই যেখানে আমাদের দেশের নারীরা নেই। এমনকি দেশের অর্থনীতির চাকা পোশাক শিল্পে নারীরা কর্মরত। এ থেকে বোঝা যায় নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে বেগম রোকেয়ার যে স্বপ্ন, তা বাস্তবায়নের দিকে যাচ্ছে। একথা আজ গর্ব করে বলা যায়, দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে নারীর অবস্থান বর্তমানে উজ্জ্বল ও দৃশ্যমান। তবে নারী উন্নয়ন ও অধিকার আদায়ে বাধা হিসেবে কাজ করছে নারীর প্রতি সহিংসতামূলক আচরণ। একদিকে নারী অগ্রযাত্রা অপরদিকে নারীরা এখনও পারিবারিক, সামাজিক ও কর্মক্ষেত্রে দৈহিক ও মানসিক নির্যাতনের স্বীকার হচ্ছে। ঘাসফুল বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উন্নয়নমুলক প্রকল্পে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নারীর সম্পৃক্ততা বাড়ানোর মাধ্যমে নারী উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। সংস্থার ছয়টি জেলায় ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে যেমন নারীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন, নারী উদ্যোক্তা তৈরী, স্বাবলম্বী নারী সৃষ্টিতে ভুমিকা রাখছে তেমনি দক্ষ কর্মীদের মাধ্যমে সাপ্তাহিক সভায় নারীদের অধিকার সচেতন, বাল্যবিবাহ রোধ, যৌতুক প্রথা প্রতিরোধ এবং জেন্ডার বৈষম্য দুরীকরণে নারীদের সংঘবদ্ধ করে যাচ্ছে। প্রটেকটিং হিউমেন রাইটস প্রকল্পের মাধ্যমে নারী পুরুষ উভয়ের উঠান বৈঠক, স্কুল আউটরিচ প্রোগ্রাম, কমিউনিটিতে তৃণমুল পর্যায়ে মনো কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে কার্যকর পরিবর্তনে কাজ করছে। নারী নির্যাতন সম্পুর্ণরূপে বন্ধ, জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণ সর্বোপরি নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীদের অংশগ্রহণ আরো বেশী নিশ্চিত করতে হবে। নারী অধিকার আইনগুলোকে আরও কার্যকর করতে হবে। তবেই সার্থক হবে নারী দিবস, সার্থক হবে যুগে যুগে সকল মহিয়সী নারী এবং মহৎ মানুষের সীমাহীন পরিশ্রম, আত্মত্যাগ।

পোলিও মুক্ত বাংলাদেশঃ ঘাসফুল এই অর্জনের গর্বিত অংশীদার

বাংলাদেশসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এগারটি দেশকে পোলিওমুক্ত ঘোষণা করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। এই স্বীকৃতি এবং ঘোষণার মধ্য দিয়ে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার আশি শতাংশই এখন পোলিওমুক্ত। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার তালিকায় বাংলাদেশ ছাড়া বাকিরা হলো- ভুটান, উত্তর কোরিয়া, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মালদ্বীপ, মিয়ানমার, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড ও পূর্ব তিমুর। গত তিন বছরে এই দেশগুলোতে একজনও পোলিও রোগী পাওয়া যায়নি মর্মে এ অঞ্চলকে পোলিওমুক্ত জোন হিসেবে স্বীকৃতি দেন ডব্লিউএইচও। এখানে স্মরণযোগ্য যে, গত ৩৫ বছর ধরে নিরলস সংগ্রাম আর আন্তরিক প্রচেষ্টার ফসল হলো আজকের পোলিওমুক্ত বাংলাদেশ। ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশে সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির শুরু হয়। বাংলাদেশে এই সফলতা অর্জনে সরকারী বিভিন্ন সংস্থার পাশাপাশি বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাগুলোর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত উজ্জ্বল। দেশের সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, স্থানীয় সরকার, স্কুল ও সামাজিক সংগঠনগুলোও একযোগে কাজ করেছে সবাই। অগনিত মাঠকর্মীদের অপরিসীম পরিশ্রমের ফসল এই জোনের এই অর্জন। ঘাসফুল বাংলাদেশের এই কর্মসূচীর শুরু থেকেই সরকারের পাশাপাশি সহযোগী হিসেবে কাজ করে আসছে। প্রথম দিকে ঘাসফুল এর প্রশিক্ষিত ধাত্রী, কর্মীরা মিলে কাজটি সম্পন্ন করে। পরবর্তীতে টিকা খাওয়ানো কর্মসূচীটি আরো সু-সংঘটিতভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ২০০৫ সাল ১৪টি সেন্টারের মাধ্যমে এ কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ পর্যন্ত প্রায় আড়াই লক্ষ শিশুকে পোলিও টিকা খাওয়ানোর মাধ্যমে এই বৃহৎ অর্জনে ঘাসফুল এক গর্বিত অংশীদার। ঘাসফুল সাধারণত ০-৫ বছর বয়সী শিশুদের পোলিও টিকা খাওয়ানোর কাজটি অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে সম্পন্ন করেছে। ঘাসফুল এর দক্ষ নিয়মিত কর্মী এবং শতভাগ মাঠ পর্যায়ে অবস্থান এবং কর্মরত প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবী ধাত্রীদের নিয়ে এই কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন। লালখানবাজার, বেপারীপাড়া, ছোটপোল, সেবক কলোনী, বাঘঘোনা, পশ্চিম মাদারবাড়ি এলাকায় মূলত ঘাসফুল ইপিআই কেন্দ্রগুলো পরিচালিত হয়। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের দেওয়ানবাজার, আগ্রাবাদ ও মেমন জোনের ঔষধ সরবরাহের কারিগরী সহযোগিতা এই কার্যক্রম পরিচালনা করে। ডব্লিউএইচও এর কর্মকর্তারা বলছেন, এর আগে পোলিও টিকা মুখে খাওয়ানো হলেও ২০১৫ সালের শেষ নাগাদ অঞ্চলটিতে ইনজেকশনের মাধ্যমে টিকা দেওয়া শুরু হবে। Stop Polio Forever-এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে প্রতিবছর বিশ্ব পোলিও দিবস পালিত হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে পোলিওর অভিশাপ মানুষ শতাব্দীকাল পর্যন্ত বহন করে চলেছে। সেদিন আর বেশী দুরে নয়, সমগ্র বিশ্ব হবে সম্পূর্ণ পোলিওমুক্ত। পোলিওমুক্ত পৃথিবী হবে এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ উপহার।

বাড়ছে নাগরিক ব্যস্ততা,বাড়ছে শিশুদের একাকীত্ব আর হতাশা

যুগের প্রয়োজনে, জীবিকার তাগিদে, মানুষের জীবন-যাপন প্রকৃতির পরিবর্তনে যৌথ পরিবার ভেঙ্গে দ্রুত বাড়ছে ছোট পরিবার। শুধুমাত্র স্বামী-স্ত্রী নিয়ে পরিবার আবার অনেক সময় কর্মস্থলের প্রয়োজনে স্বামী-স্ত্রী আলাদা আলাদা বসবাস করছে। জীবন যাপনের পরিবর্তনে অথবা সংসারে সচ্ছলতার প্রয়োজনে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই চাকুরী কিংবা কাজ করছে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে। নাগরিক জীবনের এই ব্যস্ত বাস্তবতায় দিনের এক দীর্ঘ সময় মা-বাবার অবর্তমানে শিশুরা এখন একা একা বড় হয়ে উঠছে বাসায়। বিশেষজ্ঞরা এ বাস্তবতা মেনে নিয়ে শিশুদের "কোয়ালিটি টাইম" নিশ্চিত করার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। শিশুদের জন্য কোয়ালিটি টাইম নিশ্চিত করার কাজ করে থাকে ডে কেয়ার সেন্টার বা শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এর ৯৪ ধারায় বলা হয়েছে, যেসব প্রতিষ্ঠানে ৪০ বা ততধিক নারী কাজ করেন, সেগুলোতে কর্মজীবি নারীদের ছয় বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য এক বা একাধিক উপযুক্ত কক্ষ ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা রাখতে হবে। কিন্তু ছয় থেকে দশ বছর বয়সী ছেলেরা কি অভিভাবক ছাড়া বাসায় নিরাপদ? বর্তমানে অধিকাংশ কর্মজীবি দম্পতিরা সাধারণতঃ গৃহকর্মীদের কাছে রেখে কর্মস্থলে যান। পত্রিকায় দেখা যায় বাসায় একা রেখে যাওয়া শিশুদের পরিচর্চায় অনিয়ম, নির্যাতন এমনকি গৃহকর্তার চোখ ফাঁকি দিয়ে শিশুকে ব্যবহার করে ভিক্ষার উপকরণ বানিয়ে ভিক্ষা করার সংবাদও আমরা পেয়েছি। বাসায় সন্তানকে রেখে যাওয়া মা-বাবাদেরও কর্মস্থলে কাজে মনোযোগী হওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। বিশেষ করে পোষাক কারখানাসহ বিভিন্ন শিল্পে যারা কাজ করে, তাদের শিশু সন্তানরা এক অবর্ণনীয় কঠিন সময়ে মধ্যে বেড়ে উঠে। ঘুমন্ত শিশুকে বাসায় রেখে মা-বাবারা কর্মস্থলে যায়, আবার কর্ম-শেষে তারা যখন বাসায় ফিরে তখন স্বাভাবিকভাবে শিশুটি ঘুমিয়ে পড়ে। অনিয়মিত সাপ্তাহিক বন্ধে অনেক সময় বাসার ছোট্ট শিশুটি মা-বাবার দেখাও পান না। নাগরিক ব্যস্ততার কারণে গৃহ পরিচারিকার হাতে রেখে যাওয়া শিশুটি পাচার হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাসহ নানাধরণের ঝুঁকি নিয়েও গভীর উৎকণ্ঠায় মা-বাবারা কর্মস্থলে যাচ্ছেন। দিন দিন চাকুরিজীবি নারীর সংখ্যা যত বাড়ছে খুব প্রকৃতিগতভাবে শিশুদের একাকীত্বও বাড়ছে। বাড়ছে নিঃসঙ্গ বেড়ে উঠা শিশুর চুড়ান্ত হতাশা। হতাশাগ্রস্থ শিশুরা তরুণ বয়সে জড়িয়ে যাচ্ছে নানা অপরাধে। এভাবে চলতে থাকলে এই জাতি অদুর ভবিষ্যতে একটি অপরাধপ্রবণ জাতি হিসেবে পরিলক্ষিত হলেও অবাক হওয়ার কিছুই থাকবে না। একাকীত্বে শিশুরা আত্মকেন্দ্রিক হয়ে বেড়ে উঠছে, ফলে ভবিষ্যত তারা স্ব-স্ব পেশায় দক্ষ হয়ে উঠলেও তাদের ভাল মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা কস্টকর হয়ে উঠবে। মা-বাবাহীন একা বেড়ে উঠা ছেলে-মেয়েরা দিন দিন জেদী হয়ে উঠে। জিনিসপত্র ছুঁড়ে মারে। তার কথা না শুনলেই সে অনবরত মারতে থাকে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এসব আচরণ হওয়ার প্রধান কারণ হলো চাকরিজীবি মা-বাবার একাকী সন্তানদের সময় না দেয়ার ফলাফল। মা-বাবার উচিত হবে অফিস থেকে ফিরে এবং ছুটির দিনে পুরোটা সময় শিশুটিকে দেয়া। যাতে সে বুঝতে পারে যে, মা-বাবা তাকে অবহেলা করছে না। এই সময় দেয়া এমন না যে, একসঙ্গে টিভি দেখা। বরং তার সঙ্গে গল্প করা, খেলা। এতে শিশুর সঙ্গে কথা হয় তার মন হালকা হয়। এছাড়া অফিসে থাকার সময়ও দিনে অন্তত দুইবার শিশুটির সঙ্গে ফোনে কথা বলা। এতে শিশুর মনে ধারণা জন্মায় যে, মা-বাবা বাসায় না থাকলেও তার প্রতি টান আছে। শিশুর মনে এই বোধ জন্মানোটা খুবই জরুরি। আজ এই সময়ে আমাদের দেশে প্রশিক্ষিত বেবি-সিটার ও ডে-কেয়ার সেন্টারের খুব প্রয়োজন। বাচ্চাকে কারো কাছে রেখে আসার সমস্যাটি তো একদিনের নয়, প্রতিদিনের। তাই এ সমস্যা সমাধানের জন্য ভুক্তভোগীদেরই পদক্ষেপ নিতে হবে। এ ব্যাপারে কয়েকজন সহকর্মী একত্রে আলোচনা করে নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী বেবি সিটারের ব্যবস্থা নিজেরাই করে নেয়াও সম্ভব। প্রতিষ্ঠান-প্রধানের সাথে আলোচনা করে বিশেষ করে শিল্প-কারখানাগুলোতে কর্মস্থলে ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন করার সুবিধাগুলো বুঝিয়ে সমাজে একটা ইতিবাচক পরিবর্তন আনা যায়। কর্মস্থলে বা তার আশে-পাশে ডে-কেয়ার সেন্টার থাকলে তাতে সন্তানকে রেখে এসে মায়েরা স্বস্তিতে কাজে মনোযোগ দিতে পারেন। কাজে ফাঁকি দেবার প্রবনতাও হ্রাস পায়। তাতে চাকুরীদাতা প্রতিষ্ঠানের লাভ ছাড়া লোকসান হওয়ার কথা নয়। এই সমস্যা সমাধানে আরো বেশী কার্যকর এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমাধান হতে পারে, সামাজিক ব্যবসা ধারণাটি কাজে লাগিয়ে বেসরকারী উন্নয়ণ সংস্থা, জনকল্যাণকামী উদ্যোক্তা /কোম্পানী /বিভিন্ন হাউজিং/ কলোনী/ মহল্লা/ এ্যাপার্টমেন্ট পরিচালনা কমিটি গুলো আরো বেশী সৃ-সংঘটিতভাবে, ০১-১২ বছরের বয়সী শিশুদের কথা মাথায় রেখে কেন্দ্রের কর্ম-পরিধি আরো বৃদ্ধি করে পুর্ণাঙ্গ শিশু বিকাশ কেন্দ্র গঠন করা। শুধু ঢাকা কেন্দ্রিক নয় এই ব্যবস্থা শিল্পাঞ্চল কেন্দ্রিক, অফিস পাড়া কেন্দ্রিক, কলোনী কেন্দ্রিক এবং যে সমস্ত এলাকায় কর্মজীবি 'মা' বেশী, তা সার্ভে করার মাধ্যমে একটু বৃহৎ পরিসরে উদ্যোগ নেয়া যায়। অবশ্য এ ব্যাপারে সরকারেরও কিছু প্রনোদনামুলক কর্মসূচী হাতে নেয়া প্রয়োজন। বাণিজ্যিক নয় সামাজিক ব্যবসা ঘোষণা দিয়ে যারা এধরণের উদ্যোগে এগিয়ে আসবেন তাদের সুদমুক্ত ব্যাংক ঋণ, সরকারী পতিত জায়গা বরাদ্দ ইত্যাদি কার্যকর পন্থা অবলম্বন করা যায়। শিশু পরিচর্চা ও বিকাশ কেন্দ্রে দুই শ্রেনীর শিশুর দুই ধরণের ব্যবস্থা রাখা যায়। যারা ০-৪ বয়সী শিশু তাদের জন্য একধরণের, আবার স্কুলগামী ০৫-১০ বছর বয়সী শিশুদের জন্য অন্যধরণের ব্যবস্থা থাকবে। স্কুলগামী শিশুদের স্কুল থেকে ফিরে বিনোদনের যেমন ব্যবস্থা থাকবে, তেমনি স্কুলের পড়া তৈরীর জন্য বৈকালিক পাঠদান ব্যবস্থাও রাখা যায়। এধরণের সেন্টারগুলোতে প্রয়োজন প্রশিক্ষিত নার্স, ডাক্তার, মনো-কাউন্সিলর, শিশু পালনে প্রশিক্ষিত আয়া, শিশু বান্ধব নিরাপত্তাকর্মী, গাড়ীচালকসহ স্কুলে আনা-নেয়ার নিরাপদ বাহন। এই বিষয়ে আমাদের উদ্যোক্তাসহ সমাজের নেতৃত্বস্থানীয় লোকজনের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করাও জরুরী। বেবি সিটিং ও ডে কেয়ারের জন্য ভাল প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও আমাদের দেশে অপ্রতুল। দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে বেবি-সিটার ও ডে-কেয়ার সেন্টার কিংবা শিশু পরিচর্চা ও বিকাশ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হলে কর্মজীবি মায়েদের যেমন ক্যারিয়ার গঠনে সুযোগ সৃষ্টি হবে তেমনি সুস্থ ও সুন্দর আগামী প্রজন্ম বা জাতি গঠনে সহায়ক হবে। দেশে এই সেক্টরে কাজ করার জন্য একদল দক্ষ জনশক্তিও তৈরী হয়ে যাবে, যা দেশের মধ্যে এক বড়ধরণের কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি দেশের বাইরে উন্নত বিশ্বে কর্ম-সংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি করে দেবে নিশ্চিত। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো এই সেক্টরে কাজ করার জন্য আমাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বেবি সিটিং ও ডে কেয়ার সেন্টারের দ্বারা নারীরা নিজেরা যেমন সহজেই কর্মসংস্থানের সুযোগ করে নিতে পারেন, তেমনি অন্য নারীদেরও সামনে এগিয়ে যাবার পথে অবদান রাখতে পারবেন।

পটিয়ায় ঘাসফুল মানবাধিকার রক্ষা কর্মসূচী

>> ১ম পৃষ্ঠার পর >> রাইটস ফোরাম এর সভাপতি পটিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মিসেস রোকেয়া পারভীন। এই প্রশিক্ষণে ফোরামের ১৬জন পুরুষ এবং ৯জন মহিলাসহ ২৫জন সদস্য প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে অধিকাংশই উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত উর্ধ্বতন কর্মকর্তবৃন্দ। প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে বক্তব্য করেন, প্ল্যান বাংলাদেশ এর আঞ্চলিক প্রকল্প ব্যবস্থাপক শরীফুল আলম ও ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক আঞ্জুমান বানু লিমা। প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করেন বিএপিএস এর মাস্টার ট্রেইনার শামীমা আকতার চৌধুরী।

বাল্যবিয়ে প্রতিরোধে পটিয়া বড়উঠান ও শিকলবাহা ইউনিয়নে দুইটি এডভোকেসী সভা অনুষ্ঠিত: গত ১১ জানুয়ারী ২০১৪ইং তারিখে পটিয়া উপজেলায় বড়উঠান ইউনিয়ন এবং ১৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৪ইং তারিখে শিকলবাহা ইউনিয়ন পরিষদে আলাদা দুইটি এডভোকেসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। বড় উঠান ইউনিয়নের অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৩ ডাটা কালেকশানে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মোট বিয়ের সংখ্যা ৪৯টি এবং ৪৯টি বিয়ে রেজিষ্ট্রিকৃত। এতে কোন বাল্য বিয়ে ছিল না। শিকলবাহা ইউনিয়নের সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৩ ডাটা কালেকশানে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মোট বিয়ের সংখ্যা ৫৫টি এবং ৫৫টি বিয়ে রেজিষ্ট্রিকৃত। এর মধ্যে ০৯টি বাল্য বিয়ে সংঘটিত হয়।

এডভোকেসি সভায় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সচিব, ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা মেম্বার ও বিভিন্ন ওয়ার্ডের সদস্য, স্থানীয় স্কুল শিক্ষক, ইমাম কাজী, পরিবার পরিকল্পনার অফিসার, স্বাস্থ্য সহকারী, সরকারী-বেসরকারী সংস্থার কর্মকর্তা, ঘাসফুল ও প্ল্যান বাংলাদেশের দায়িত্বশীল কর্মকর্তাগণ এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

উঠান বৈঠক: পটিয়া উপজেলায় ঘাসফুলের পিএইচআর কার্যক্রমে বড় উঠান, কোলাগাঁও, হাবিলাসদ্বীপ, শিকলবাহা, জুলধা, চরপাথরঘাটা, চরলক্ষ্যা ও কাশিয়াইশ এই ৮টি ইউনিয়নে বিভিন্ন ওয়ার্ডে বাড়ীর উঠানে পারিবারিক সহিংসতার উপর সচেতন হওয়ার জন্য পুরুষ ও মহিলাদের নিয়ে আলাদা আলাদা উঠান বৈঠক করা হয়। জানুয়ারি থেকে মার্চ ২০১৪ পর্যন্ত ৩ মাসে মহিলাদের ৭২ টি এবং পুরুষদের ২৪ টিসহ মোট ৯৬টি উঠান বৈঠক করা হয়। এসব উঠান বৈঠকে পুরুষ ও মহিলারা স্বত:স্ফুর্তভাবে অংশগ্রহন করে এবং বাল্যবিয়ে, যৌতুক ও পারিবারিক সহিংসতার উপর সচেতন হয়ে সমাজের পুরাতন ধারনাগুলোর বিপরীতে তাদের নতুন ধারণা পেশ করে এবং বাল্যবিয়ে ও যৌতুক না দেয়ার জন্য প্রতিরোধ গড়ে তোলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে।

পুরুষ উঠান বৈঠক

মহিলা উঠান বৈঠক

স্কুল আউটরিচ প্রোগ্রাম: বড়উঠান, কোলাগাঁও, হাবিলাসদ্বীপ, শিকলবাহা এই ৪টি ইউনিয়নে দৌলতপুর,লাখেরা, চরকানাই ও কালারপোল উচ্চ বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের লিঙ্গ বৈষম্য, বাল্যবিয়ে, যৌতুক, যৌন হয়রানি, নিজেকে সুরক্ষার উপায়, উপস্থাপন এবং পারিবারিক সহিংসতার উপর সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিটি স্কুল থেকে ৪ জন ছাত্র ও ৪ জন ছাত্রীসহ মোট ৮ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে পিয়ার এডুকেটর গ্রুপ গঠন করা হয়। পিয়ার এডুকেটর গ্রুপ স্কুলে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে। জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত পিয়ার এডুকেটরদের ওরিয়েন্টেশন করানো হয়। স্কুল আউটরিচ প্রোগ্রামের ফলে ছাত্র ছাত্রীরা লিঙ্গবৈষম্য, পারিবারিক সহিংসতা, বাল্য বিবাহ, আবেগ, নির্যাতন, ক্ষমতা, নিজেকে সুরক্ষার উপায়, পারিবারিক নির্যাতন, পিতৃতন্ত্র, শিশু অধিকার ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ন তথ্য জানতে পারে।

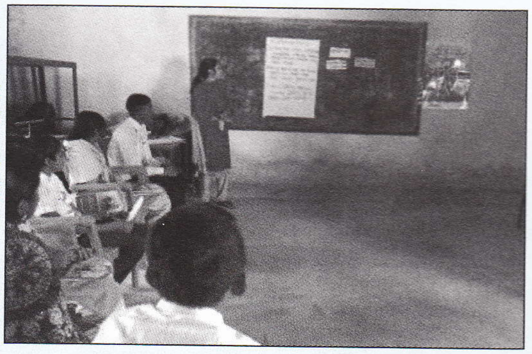

প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ: পিয়ার এডুকেটর মোবিলাইজেশন" মডিউল এর আওতায় সেশন পরিচালিত হয়। ওরিয়েন্টেশনের মাধ্যমে পিয়ার এডুকেটরগণ জেন্ডার সহিসংতার ক্ষেত্রেসমূহ; শিশু বিয়ে, যৌতুক,যৌন হয়রানী,পারিবারিক সহিসংতা, জেন্ডার সহিসংতা প্রতিরোধে পিয়ারদের করনীয়, পিয়ার এডুকেটদের ভূমিকা,পরবর্তী পরিকল্পনা প্রভৃতি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারনা লাভ করে। স্কুল আউটরিচ প্রোগ্রামের আওতায় উল্লেখিত চারটি স্কুলের পিয়ার এডুকেটর গ্রুপ পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধের লক্ষ্যে স্কুলে সচেতনতা মূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে। এই কার্যক্রমে পিয়ার এডুকেটর গ্রুপ ছাড়া ও স্কুলের অন্যান্য ছাত্র/ছাত্রী, স্কুলের শিক্ষকমন্ডলিরা অংশগ্রহণ করেন। এ কার্যক্রমে কালারপোল উচ্চ বিদ্যালয় ও লাখেরা উচ্চ বিদ্যালয়ে বিতর্ক প্রতিযোগীতা এবং চরকানাই উচ্চ বিদ্যালয়ে ও দৌলতপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে সাপ-লুডু খেলার প্রতিযোগীতার আয়োজন করার হয়। এছাড়াও ঘাসফুল ৮টি ইউনিয়নে পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন ২০১০ এর বাস্তবায়নে ৮টি ইউনিয়নে ২০১২ সালের অক্টোবর মাস থেকে ৮জন সোশ্যাল ওর্য়াকার সারভাইভারদের মনোসামাজিক কাউন্সিলিং সেবা প্রদান করছে।

উদ্যোক্তা গড়ার প্রত্যয়ে ঘাসফুল মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজ সেল

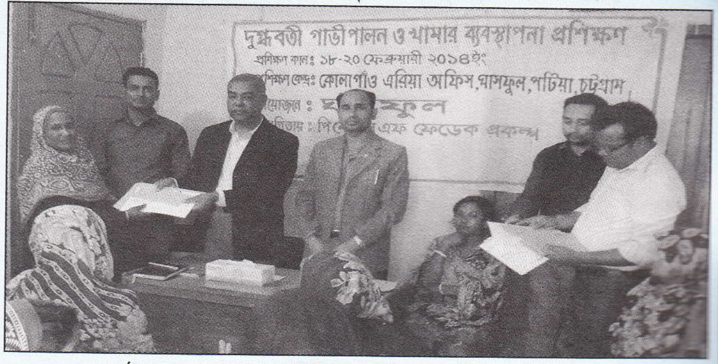

>> শেষ পৃষ্ঠার পর >> কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে স্থানীয় মহিলা উপকারভোগী সদস্যগণ অংশগ্রহণ করেন, যাদের প্রত্যেকের বসত-বাড়ীতে নিজেদের পুকুর রয়েছে এবং প্রথাগত মৎস্য চাষে সম্পৃক্ত। অংশগ্রহণকারীগণ আশা প্রকাশ করে বলেন, তারা খুব সহসা এই প্রশিক্ষণ কাজে লাগিয়ে নিজেদের আয়-রোজগারের পথ তৈরী করবে। পটিয়া উপজেলার কোলাগাঁওস্থ এরিয়া অফিসে গত ১৮-২০ ফেব্রুয়ারী' ২০১৪ তিনদিন ব্যাপি 'দুগ্ধবতী গাভী পালন ও খামার ব্যবস্থাপনা' বিষয়ক আরেকটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রশিক্ষণে মোট বাইশ জন মহিলা সদস্য অংশ নেন, যাদের প্রত্যেকের ঘরে গৃহপালিত গবাদিপশু রয়েছে। প্রশিক্ষণ শেষে প্রতিক্রিয়ায় তারা বলেন, এখন থেকে তারা একসাথে একাধিক গরু লালন-পালন করতে সক্ষম এবং অদুর ভবিষ্যতে নিজেরা গরুর খামার দেয়ার স্বপ্ন দেখেন। হাটহাজারী উপজেলায় অবস্থিত বাংলাদেশের জাতীয় সম্পদ প্রসিদ্ধ হালদা নদী। মাছের প্রাকৃতিক প্রজননের জন্য এই নদী দেশ-বিদেশের বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ইতিমধ্যেই। হালদা নদীর মৎস্য সম্পদ এর কথা মাথায় রেখে গত ০২-০৪ মার্চ ' ২০১৪ তিনদিন ব্যাপী ঘাসফুল হাটহাজারী সদর শাখায় 'হালদা নদীর কার্প জাতীয় মাছের হ্যাচারী ব্যবস্থাপনা ও পোনা চাষ' এর উপর একটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের হালদা নদীর পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী মৎস্যচাষে দক্ষতা দেয়ার প্রচেষ্টা চালানো হয়। ফেব্রুয়ারী- মার্চ ২০১৪ এর মধ্যে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কর্মশালা তিনটিতে প্রশিক্ষক হিসেব উপস্থিত ছিলেন মোঃ গোলাম মুস্তাফা (প্রভাষক, ডিপার্টমেন্ট অব ফিশারিজ এন্ড মেরিন সায়েন্স - নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়), ডাঃ সঞ্জয় কুমার বড়ুয়া ডি.ভি.এম (এরিয়া ম্যানেজার- নোভারটিস ফার্মা), ডাঃ মেরী চৌধুরী ডি.ভি.এম (জু ব্যবস্থাপক- ঘাসফুল প্রাণী সম্পদ ইউনিট) ও মোঃ মতিউর রহমান (ম্যানেজার, টেকনিক্যাল এন্ড মার্কেটিং-ফিসারিজ ডিভিশন - এম. এম. আগা লিঃ)। পটিয়া উপজেলায় ডাঃ কুমুদ রঞ্জন নাথ, ডি.ভি.এম. (প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা - পটিয়া) এবং হাটহাজারী উপজেলায় কাজী আবুল কালাম (মৎস্য কর্মকর্তা-হাটহাজারী), মোঃ আনিসুজ্জামান (সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হাটহাজারী) উপস্থিত ছিলেন। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালাগুলোতে মোট ৫৫ জন ঘাসফুল উপকারভোগী সদস্য উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহনকারীদের মাঝে সনদপত্র বিতরন করা হয়। সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল, প্রশাসন ও মানবসম্পদ বিভাগের উপ-পরিচালক মফিজুর রহমান, মাইক্রোফিন্যান্স এর প্রধান লুৎফুল কবির চৌধুরী, প্রোগ্রাম ম্যানেজার তাজুল ইসলাম খান, এরিয়া ম্যানেজার মো: নাছির উদ্দিন, জুনিয়র এরিয়া ম্যানেজার নাজমুল হাসান পাটোয়ারিসহ সংশ্লিষ্ট শাখাগুলোর শাখা ব্যবস্থাপক ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

পটিয়ায় ঘাসফুল ইএসপি স্কুলের স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে গত ২৬শে মার্চ ২০১৪ পটিয়া উপজেলার বুধপুরা ইউনিয়নস্থ ঘাসফুল এর আটটি উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যায়র সমন্বয়ে এক আলোচনা সভা ,সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও খেলাধূলার আয়োজন করা হয়। সকাল সাতটায় স্থানীয় স্কুলের শহীদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। অনুষ্ঠানে ইএস পি স্কুলের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অবিভাবকবৃন্দ সহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সাইদাইর ইয়ং টাইগার ক্লাবের সভাপতি মো: ফোরকান। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে কাশিয়াইশ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব আবুল কাশেম, বিশেষ অতিথি হিসেবে ঘাসফুলের সহকারি পরিচালক আনজুমান বানু লিমা উপস্থিত ছিলেন। প্রতিযোগিরা নাচ,গান, ১০০মিটার দৌড়, চেয়ার প্রতিযোগিতা, হাঁড়ি ভাঙ্গা, হাই জাম্প, লং জাম্প ও অংক খেলাসহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ঘাসফুল ইএসপি এর প্রোগ্রাম অর্গানাইজার মো: নাজিম উদ্দিন।

সফল নারী উদ্যোক্তা মনোয়ারা বেগম ঃ সুঁই-সুতায় খুঁজে নিলেন জীবিকার উপায়

হীরাপুর গ্রাম। ছায়া সুনিবিড় এক প্রত্যন্ত অঞ্চল। কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলা। মনোয়ারা বেগমের শ্বশুরালয়। স্নাতক পাশ করলেও মনোয়ারা বেগম এই গ্রামের সাধারন পল্লী গৃহবধু। বিএ পরীক্ষার পরপরই তার বিয়ে হয়ে যায়। স্বামীর নাম মোজাম্মেল হক মজুমদার। মনোয়ারা বেগমের জীবনে শুরু হয় অন্য আর দশটি সংসারের মতো ভারী ঘানি টানার পালা। স্বামী মোজাম্মেলের আয় বলতে কিছুই ছিলনা। মনোয়ারা উপায় খুঁজে কী করা যায়। মনোয়ারা বলেন, সংসারের হাল শুধুমাত্র পুরুষকে ধরতে হবে কেন, নারীরাওতো ধরতে পারে। বিএ পাশ দেয়া পল্লীবধু মনোয়ারা একটা উপায় বের করে। সেলাইয়ের কাজতো তার জানা আছে। তিনি ভাবলেন, ঘরোয়াভাবে সেলাইয়ের কাজ দিয়েতো তেমন আয় হয় না। তাই বলে বিএ পাস করা মেয়েতো বসে থাকতে পারে না। স্বামীর সংসারে কিভাবে স্বচ্ছলতা আনা যায় সেই চিন্তা করতে লাগলেন তিনি। তিনি খোঁজ নিলেন কিভাবে সেলাই কাজ ঘরোয়াভাবে না করে বাজারে দোকান করা যায়। তাহলে উপার্জন কিছুটা হলেও বাড়বে। কিন্তু দোকান দিতে তো অনেক টাকার দরকার, অনেক ঝামেলা। এসময় একদিন তিনি জানতে পারেন ঘাসফুল নামে একটি সংস্থা নিম্মআয়ের মানুষকে সমিতির মাধ্যমে ঋণ প্রদান করে থাকে। প্রতিবেশীদের সাথে পরামর্শ করে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন সমিতিতে ভর্তি হবেন। এই চিন্তা থেকে তিনি ঘাসফুলের আপার সাথে যোগাযোগ করেন। এবং গত ০৩ নভেম্বর ২০০৮ ইং তারিখে ঘাসফুলের পদুয়ার বাজার (শাখা কোড-১৭) শাখার ০৫৯ নং সমিতিতে সদস্য হিসেবে ভর্তি হন। সমিতির নিয়ম অনুযায়ী নিয়মিত সঞ্চয় জমানোর পাশাপাশি ০১ ডিসেম্বর ২০০৮ তারিখে প্রথম দফায় দশ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। ঘাসফুল মনোয়ারা বেগমকে শুধু ঋণ দিয়ে দায়িত্ব শেষ করেনি ব্যবসায়িক নিরাপদ বিনিয়োগের পরামর্শ প্রদান, নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে গেছেন। উক্ত টাকা নিয়ে প্রথমে তিনি একটি সেলাই মেশিন কিনলেন এবং আগের একটিসহ মোট দুইটি সেলাই মেশিন নিয়ে যাত্রা শুরু করেন, সেলাই প্রকল্প। এই প্রকল্পের আয় দিয়ে স্বামীকে সর্বাত্বক সহযোগীতা করতে লাগলেন। এক পর্যায়ে খেয়াল করলেন তার উপার্জন আগের চেয়ে কিছুটা বেড়েছে। তিনি দ্বিতীয় দফায় ০৬ নভেম্বর ২০১০ ইং তারিখ পনের হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করে দোকানে আরও নতুন দুইটি সেলাই মেশিন কিনলেন। দিনেদিনে কাজের চাপ বাড়াতে তিনি দোকানে আরো দুইজন নতুন কর্মচারী নিয়োগ দিলেন। এভাবে তিনি ব্যবসা উন্নয়নের ধাপে ধাপে ছয় দফায় ঘাসফুল থেকে মোট এক লক্ষ আশি হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। বর্তমানে “রাব্বি টেইলার্স” নামে সুপরিচিত দোকানে সাতজন কর্মচারীসহ মোট বার লক্ষ টাকার সম্পদ রয়েছে। বর্তমানে মনোয়ারা বেগম ও তার স্বামী সেলাই বাবদ সব খরচ ও কর্মচারীদের মজুরী বাদ দিয়ে প্রতিমাসে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা আয় করে থাকেন। মনোয়ারা বেগমের তিন ছেলেমেয়ের মধ্যে ১ম ছেলে ৫ম শ্রেণীতে পড়ে ও মেয়ে ৪র্থ শ্রেনীতে পড়ে এবং ছোট মেয়ের বয়স ৬ বৎসর। মনোয়ার বেগম মনে করে ঋণ নিয়ে তা যদি সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায় একদিন তা উপার্জনের পথ খুলে দিবে নিশ্চিত। মনোয়ার বেগম ঘাসফুলের ঋণ গ্রহণ করে এবং সাথে সাথে ব্যবসার পথ নির্দেশনা পেয়ে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছেন। মনোয়ার বেগম আরও বড় কিছু করার স্বপ্ন দেখেন। তিনি ও তার স্বামীসহ বর্তমানে আট জনের কর্মসংস্থান করেছেন। ভবিষ্যতে আরও বড় পরিচিতিতে আরও বেশী লোকের কর্মসংস্থান করার পরিকল্পনা রয়েছে তার। ঘাসফুল মনোয়ার বেগমের মতো একজন শিক্ষিত গৃহবধুকে ঋণ এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনার মাধ্যমে একজন সফল

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে পঞ্চগড় এবং বগুড়ায় ডেইরী ফার্ম পরিদর্শনঃ

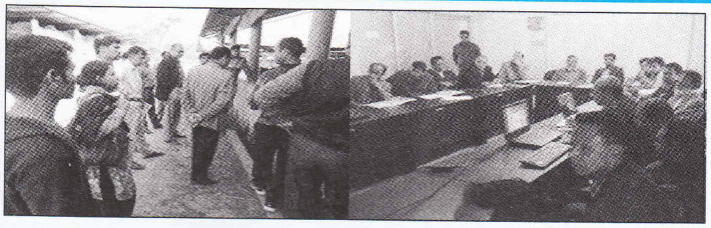

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে গত ২১-২৪ জানুয়ারী ২০১৪ইং তারিখ ঘাসফুল থেকে একটি দল অভিজ্ঞতা অর্জনের লক্ষ্যে পঞ্চগড়ে কাজী সাহেদ ফাউন্ডেশনের ডেইরী ফার্ম এবং বগুড়ায় গ্রাম উন্নয়ন কর্মের ‘গাক’ ডেইরী ফার্ম পরিদর্শন করেন। উক্ত পরিদর্শনে পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে মোঃ শাহরিয়ার হায়দার (সহকারী ব্যবস্থাপক পিকেএসএফ) ও জনাব মোঃ আবদুল হাকিম (সহ. প্রকল্প সমন্বয়কারী, পিকেএসএফ) উপস্থিত ছিলেন। ঘাসফুল পরির্দশন দলে ছিলেন ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী, মাইক্রোফিন্যান্সের প্রধান সৈয়দ লুৎফর কবীর চৌধুরী, প্রাণী সম্পদ ইউনিটের কর্মকর্তা ডাঃ মেরী চৌধুরী। এছাড়াও এসময় উপস্থিত ছিলেন অপকার প্রধান নির্বাহী আলমগীর হোসেন এবং আইডিএফ এর কর্মকর্তাবৃন্দ। পরিদর্শনে চুক্তিভিত্তিক ডেইরী ফার্মিং ও বাজার সংযোগ এর মাধ্যমে কিভাবে কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধি করা যায় সে সর্ম্পকে বাস্তব জ্ঞান অর্জন এবং ফলপ্রসু আলোচনা করা হয়। ফার্মগুলো পরিদর্শনকালে তারা গাভীর ব্যবস্থাপনা (স্বাস্থ্য এবং বাসস্থান), দুধ উৎপাদনক্ষমতা এবং দৈনিক খাদ্য গ্রহণের পরিমান ইত্যাদির পর্যবেক্ষণ করেন।

পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির জীবন মান উন্নয়নে ঘাসফুল মাইক্রোফিন্যান্স বিভাগের নিরলস প্রচেষ্টা

৩১শে মার্চ ২০১৪ পর্যন্ত ঘাসফুল মাইক্রোফিন্যান্স বিভাগের কার্যক্রম

সমিতির সংখ্যা-	৪১০৯টি
সদস্য সংখ্যা-	৫১৬৮৬ জন
সঞ্চয় স্থিতি-	২৯৮৮৭৩১৬/- টাকা
ঋণ গ্রহীতা-	৪০৬৮২ জন
ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ-	৫৫৬৯০৫৪৪০০/- টাকা
ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ আদায়-	৪৯৯৬৭৮১০৫০/- টাকা
সর্বমোট ঋণ স্থিতির পরিমান-	৫৭২২৭৩৩৫০/- টাকা
বকেয়া	২,০২,৪৮,৫০৫/- টাকা
শাখা সংখ্যা	৩৭টি

বীর মুক্তিযোদ্ধা বীরঙ্গনা খঞ্জনীর স্বীকৃতি ও সম্মান

>> শেষ পৃষ্ঠার পর >> ২০০০ সালে দৈনিক আজকের কাগজে “একাত্তর-এর ঘাতকদের হাতে বন্দি কোনো মানিকের বৌ” শীর্ষক একটি ফিচার লিখেন। শামসুন্নাহার রহমান পরাণের ব্যক্তিগত উদ্যোগে গত ২২ মার্চ ২০০০ সালে দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় নারীমঞ্চে, “কী ছিল তার অপরাধ” এবং ০৫ ডিসেম্বর ২০১১ সালে দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় “কুমিল্লার বীরাঙ্গনা খঞ্জনীর স্বীকৃতি মেলেনি এখনও” শীর্ষক দুইটি সচিত্র প্রতিবেদন ছাপানো হয়। তারপর তার নিজের লেখা আজকের কাগজে প্রকাশিত ফিচার এবং অন্য দুই পত্রিকায় প্রকাশিত সচিত্র প্রতিবেদন নিয়ে শামসুন্নাহার রহমান পরাণ দীর্ঘদিন ধরে দরিদ্র বীরাঙ্গনা খঞ্জনীর বীরত্বের স্বীকৃতি এবং সাহায্যার্থে বিভিন্ন মহলের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং বিভিন্ন জায়গায় তার সাহায্যের জন্য আবেদন করেন। অবশেষে একদিন ২০১৩ সালে এসে শামসুন্নাহার রহমান পরাণের আবেদনে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসেন নারীপক্ষ নামে একটি নারী সংগঠন। ঘাসফুলের মাধ্যমে নারীপক্ষ প্রতি মাসে এক হাজার দুইশত টাকা হারে মাসিক ভাতা প্রদানের লক্ষ্যে গত ০১ মার্চ ২০১৪ থেকে পরবর্তী দুই বছরের জন্য একটি সমঝোতা স্বাক্ষর করেন। তারই ফলশ্রুতিতে গত ১০ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে স্থানীয় দুইটি স্কুলের প্রধান শিক্ষকগণ এবং একজন সহকারী শিক্ষকসহ পাড়া-পড়শি পঞ্চাশ জনের উপস্থিতিতে বীর মুক্তিযোদ্ধা বীরাঙ্গনা আফিয়া খাতুন খঞ্চনিকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র পরিসরে তাঁর বীরত্বের স্বীকৃতি দেয়া হয়। সকলের উপস্থিতিতে নারীপক্ষ থেকে বীরাঙ্গনা খঞ্জনীর জন্য প্রেরিত মার্চ ও এপ্রিল ১৪, এই দুই মাসের সম্মানীভাতা বাবদ দুই হাজার চারশত টাকা হস্তান্তর করা হয়। সম্মানীভাতা হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের ফেনী জোনের জুনিয়র আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক প্রবাল ভৌমিক, এম, এ, খালেক বড়ইয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এর প্রধান শিক্ষক মোঃ নুরুন নবী ভূঁইয়া, উত্তর ধর্মপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এর প্রধান শিক্ষক সালেহা খাতুন, উত্তর ধর্মপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এর সহকারি শিক্ষিকা জোবায়দা খাতুন। উল্লেখ্য দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত বীরাঙ্গনা খঞ্জনী বর্তমানে ভাসমান জীবন-যাপন করছেন। বর্তমানে তিনি ফেনী জেলার সদর উপজেলাস্থ বড়ইয়া গ্রামে (পোস্ট অফিস- জোয়ারকাছড়া) চৌধুরী বাড়ীতে তার ভাই সাবেক সুবেদার আবদুর রহমানের বাড়ীতে অবস্থান করছেন।

সর্বহারা মানুষের পাশে ঘাসফুল ত্রাণ কার্যক্রম

গত ১৬ ফেব্রুয়ারী ২০১৪ ইং ঘাসফুল মধ্যম হালিশহর শাখার (শাখা কোড ০৫) ০৯ নং দলের ৬৫ নং সদস্য শেফালি দাশের ঘরে আগুন লেগে সবকিছু পুড়ে যায়। জীবন ধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় তৈজষপত্রও তারা রক্ষা করতে পারেনি। ঘাসফুল মানবিক দিক বিবেচনা করে আগুনে ক্ষতিগ্রস্থ শেফালী দাশের পাশে দাঁড়ান এবং সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেন। গত ২০ ফেব্রুয়ারী ২০১৪ ঘাসফুল ত্রাণ তহবিল থেকে ক্ষতিগ্রস্থ সদস্যকে তৈজষপত্র সহায়তা প্রদান করেন। ত্রান সামগ্রীর মধ্যে হাড়ি, কড়াই, গ্লাস, প্লেট, চামচ, ঝাকা, গামলা, বালতি, মগ, ঝুড়ি প্রভৃতি ত্রাণ সামগ্রী উল্লেখযোগ্য। ত্রাণ বিতরনের সময় উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের উপ-পরিচালক মফিজুর রহমান, লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমুল (হেড অব মাইক্রোফিন্যান্স), সাইদুর রহমান (এরিয়া ম্যানেজার) এবং উক্ত শাখার উর্ধতন কর্মকর্তা বৃন্দ।

ঘাসফুল পল্লী তথ্য কেন্দ্রঃ পল্লী অঞ্চলের মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে তথ্য প্রযুক্তি

ঘাসফুল পল্লী তথ্য কেন্দ্র দীর্ঘ দিন ধরে হাটহাজারী সরকারহাট এলাকায় তথ্য-প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। ঘাসফুল পল্লী তথ্য কেন্দ্রের দায়িত্বশীল মনিকা বড়ুয়া জানান তিনি পল্লী অঞ্চলের সাধারন মানুষকে বিভিন্ন তথ্য, প্রশিক্ষণ অন্যান্য বিষয়ে সহায়তা প্রদান করে আসছেন। গত তিন মাসে ঘাসফুল পল্লী তথ্য কেন্দ্রে মোট ৮ জন শিক্ষার্থী কম্পিউটার প্রশিক্ষন ও ৬ জন সার্টিফিকেট কম্পিউটারাইজড এবং ৫৮ জন ছবি তুলেন। ঘাসফুল পল্লী তথ্য কেন্দ্র পল্লী অঞ্চলে তথ্য সেবায় দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছে, সামনে।

ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্রের মহান স্বাধীনতা দিবস পালন :

গত ২৬ মার্চ ২০১৪ মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে মাদারবাড়ি সেবক কলোনিস্থ ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্র ও এস কলোনি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় যৌথভাবে এক র‍্যালির আয়োজন করে। র‍্যালিটি পূর্বমাদারবাড়ি সেবক কলোনি হতে শুরু হয়ে কলেজিয়েট স্কুল প্রাঙ্গনে শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পন করে। পুষ্পমাল্য অর্পন শেষে এক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্রের শিক্ষিকা তমালি সেন ও এস কলোনি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শ্যামলী দাশ, সহকারী প্রধান শিক্ষিকা প্রীতি দাশ সহ অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকাগণ, ছাত্র-ছাত্রীগণ উপস্থিত ছিলেন।

নওগাঁ জেলার প্রান্তিক মানুষের চক্ষুসেবায় ঘাসফুল ভিশন সেন্টার

ঘাসফুল ভিশন সেন্টার নওগাঁ জেলায় প্রত্যন্ত অঞ্চলে আইক্যাম্প কর্মসূচীর মাধ্যমে এবং নিয়ামতপুর উপজেলায় একটি স্থায়ী কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠির চক্ষু চিকিৎসা সেবার কাজ করছে দীর্ঘদিন ধরে। ইস্পাহানি ইসলামিয়া চক্ষু ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল এর সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত উক্ত আই ক্যাম্পে দরিদ্র চোখে ছানিপড়া রোগী খুঁজে বের করাসহ চোখের অন্যান্য সমস্যার চিকিৎসা প্রদান করা হয়। সুবিধাবঞ্চিত এসকল রোগীদের স্বল্পমূল্যে চোখ অপারেশনের ব্যবস্থা করা হয়। নিয়ামতপুর উপজেলায় স্থায়ী কেন্দ্রে অভিজ্ঞ ডাক্তার দিয়ে প্রতিদিন চোখের যাবতীয় চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে।

জানুয়ারি-মার্চ' ২০১৪ তিন মাসে নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর ও সাপাহার উপজেলার ঘাসফুল কর্মএলাকায় মোট ০৩টি আইক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। এসকল আইক্যাম্পে স্থানীয় অধিবাসীদের প্রচুর সাড়া পরিলক্ষিত হয়। এক নজরে আইক্যাম্পে সেবাগ্রহণকারির সংখ্যা:

কর্মএলাকা	আউটডোর রোগী	আপারেশন যোগ্য রোগী চিহ্নিত	অপারেশন সেবাপ্রাপ্ত
নিয়ামতপুর	৩০৬	৫১	৩৮
সাপাহার	১৮৭	২৭	১৪
মোট	৪৯৩	৭৮	৫২

এক নজরে গত তিন মাসের (জানুয়ারি-মার্চ' ২০১৪)
প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের নিয়মিত কার্যক্রম

সেবার খাত		সেবার পরিমাণ
ক্লিনিক্যাল সেবা	-	২২টি স্থায়ী ক্লিনিক ২৮টি স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে মোট ১০০৯ জন রোগীকে সেবা প্রদান করা হয়।
টিকাদান কর্মসূচী	-	মোট টিকা গ্রহণকারীর সংখ্যা ৪০২জন। এর মধ্যে মহিলা ৮৫ জন এবং শিশু ৩১৭জন।
পরিবার পরিকল্পনা	-	সেবা গ্রহীতার মোট সংখ্যা ৩২৫৯ জন। এর মধ্যে মহিলা পিল ৯০৩ জন. কনডম-২০১৯ জন. ইনজেকশন- ৩১০জন ।
নিরাপদ প্রসব	-	ঘাসফুলে কর্মরত প্রশিক্ষিত ধাত্রীর তত্ত্বাবধানে ৮৭জন নবজাতক নিরাপদে পৃথিবীর আলোর মুখ দেখেছে।
গার্মেন্টস স্বাস্থ্য সেবা	-	বিভিন্ন কর্ম এলাকায় ২৯টি গামেন্টসে ৬১০৭ জন শ্রমিককে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়। এদের মধ্যে ৮৪৮ জন পুরুষ এবং ৫২৫৯ জন মহিলা শ্রমিক।
মাইম হেলথ	-	মাইম হেলথ কার্যক্রমের আওতায় ৬৯ জনকে হেলথ কার্ড প্রদান করা হয়।
হাম-রুবেলা টিকা প্রদান প্রোগ্রাম	-	২৫শে জানুয়ারি ২০১৪ হতে ১৩ই ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত হাম-রুবেলা টিকা প্রদান প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। ঘাসফুল ৫টি স্কুল ও ঘাসফুল ক্লিনিকে মোট ২৮৩১ জনকে হাম-রুবেলা টিকা প্রদান করে। এর সাথে ২৬০০ জনকে পোলিও খাওয়ানো হয়।

নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর এবং সাহাপার উপজেলার নবনির্বাচিত চেয়ারম্যানদের প্রতি ঘাসফুল এর অভিনন্দন

ঘাসফুল সাধারণ পরিষদের সম্মানিত সদস্য, বিশিষ্ট সমাজসেবী, জননেতা জনাব আলহাজ্ব মোঃ এনামুল হক স্থানীয় সরকারের অধীনে এবারের উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলাবাসীর গণরায়ে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ায় ঘাসফুল এর পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়। গত ৪ঠা মার্চ সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী এক অভিনন্দন বার্তায় বলেন, তাঁর এই বিজয়ে ঘাসফুল পরিবার অত্যন্ত আনন্দিত এবং গর্বিত। নিয়ামতপুরবাসীর এই গণরায়ের প্রতি ঘাসফুল জানায় গভীর শ্রদ্ধা। জনাব জাফরী বলেন, আলহাজ্ব মোঃ এনামুল হক স্বীয় মেধা, এলাকার সাধারণ মানুষের প্রতি গভীর আন্তরিকতা ও নিখাদ মমত্ববোধ দিয়ে এই বিজয় নিশ্চিত করেছেন। শুভেচ্ছাবার্তা পৌঁছে দেন নওগাঁ জোনের দায়িত্বশীল কর্মকর্তা মাইক্রোফিন্যান্স বিভাগের সহকারী পরিচালক শামসুল হক। এই সময় উপস্থিত ছিলেন নিয়ামতপুরের সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান জনাব মোঃ বজলুর রহমান (নাঈম)।

ঘাসফুল এর সুহৃদ, অকৃত্রিম বন্ধু, বিশিষ্ট সমাজসেবী, জননেতা জনাব আলহাজ্ব মোঃ শামসুল আলম শাহ চৌধুরী স্থানীয় সরকারের অধীনে নওগাঁ জেলার সাপাহার উপজেলাবাসীর গণরায়ে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ায় ঘাসফুল পরিবার অত্যন্ত আনন্দিত এবং গর্বিত। গত ৪ঠা মার্চ সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী এক অভিনন্দন বার্তায় বলেন, সাহাপারবাসীর এই গণরায়ের প্রতি ঘাসফুল অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। তিনি আরো বলেন, জনাব আলহাজ্ব মোঃ শামসুল আলম শাহ চৌধুরীর এই অর্জনে, ঘাসফুল পরিবার আনন্দিত, গর্বিত এবং উদ্বেলিত। ঘাসফুল এর পক্ষ থেকে সম্মানিত এই সুহৃদ এর প্রতি অভিনন্দন, শুভেচ্ছা এবং গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। শুভেচ্ছাবার্তা পৌঁছে দেন, নওগাঁ জোনের দায়িত্বশীল কর্মকর্তা মাইক্রোফিন্যান্স বিভাগের সহকারী পরিচালক শামসুল হক এবং ঘাসফুল সাপাহার শাখার সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ। বার্তায় জনাব আলহাজ্ব মোঃ শামসুল আলম শাহ চৌধুরী এর সূ-স্বাস্থ্য,উত্তোরত্তর সমৃদ্ধি এবং সর্বাঙ্গীণ সর্বোচ্চ সাফল্য কামনা করা হয়।

আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস;
মহান একুশে ঘাসফুল এডুকেয়ার কে,জি স্কুলের কর্মসূচী

মহান ২১ শে ফেব্রুয়ারি ২০১৪ ঘাসফুল এডুকেয়ার কে,জি স্কুল প্রাঙ্গণে শহীদ দিবস ও আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা পালিত হয়। দিবসটি উপলক্ষে স্কুল প্রাঙ্গণে একটি অস্থায়ী শহীদ মিনার বানানো হয়। সকাল সাতটায় প্রভাত ফেরীর মাধ্যমে শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শহীদদের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। শ্রদ্ধাঞ্জলি শেষে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় ভাষা শহীদের আত্নত্যাগ নিয়ে আলোচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল এডুকেয়ার কে,জি স্কুলের ভাইস প্রিন্সিপাল হোমায়রা কবির চৌধুরী, সহকারি শিক্ষক জান্নাতুল মাওয়া, উত্তম কুমার বড়ুয়া, নুসরাতুন নঈম, সাবিহা সুলতানা, সারজা বেগম, রুনা আক্তার ও স্কুলের সকল ছাত্রছাত্রী।

বীমা দাবী পরিশোধ
দরিদ্র মানুষের বিপদের সাথী ঘাসফুল সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম

গত তিন মাসে (জানুয়ারি-মার্চ ২০১৪) ঘাসফুল সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋন কার্যক্রমের মোট ১২ জন উপকারভোগী সদস্য মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যু পরবর্তীকালীন সময়ে উপকারভোগীদের ঋণ মওকুফ করে দেয়া হয় যা পরবর্তীতে ঘাসফুল বীমা তহবিল হতে পরিশোধ করা হয়। এই সময়ে বীমা প্রদানকারী শাখাগুলোতে ঘাসফুল মাদারবাড়ি শাখা(৩) এর ০১ জন, ঘাসফুল মাদারবাড়ি শাখা (৪) এর ০২ জন, মধ্যম হালিশহর শাখা (০৫) এর ০২জন, কালারপোল শাখার ০১ জন, সরকারহাট শাখার ০১জন, নিয়ামতপুর শাখার ০১জন, হালিশহর শাখার ০১ জন, হাটহাজারি শাখার ০১ জন, পশ্চিম মাদারবাড়ি (২৬) শাখার ০১জন এবং নিজামপুর শাখার ০১ জনসহ মোট ১২ জন উপকারভোগী সদস্য মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যু পরবর্তীকালে তাদের বীমাদাবি পরিশোধ করা হয় মোট এক লক্ষ তিয়াত্তর হাজার নয়শত ত্রিশ টাকা। ঘাসফুল এর উর্দ্ধতন কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট শাখা কর্মকর্তাগনের উপস্থিতিতে অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির নমিনীর হাতে বীমা দাবির টাকা হস্তান্তর করা হয়।

ঘাসফুল ক্ষুদ্র জীবন বীমা (মাইম) প্রকল্প

ঘাসফুল পরিচালিত ক্ষুদ্র জীবনবীমা (মাইম) প্রকল্পের অধীনে গত (জানুয়ারী-মার্চ ২০১৪) তিন মাসে চারজন পলিসি গ্রহিতার জীবন বীমা পরিশোধ করা হয়। ঘাসফুল মধ্যম হালিশহর শাখা (৫) এর ৩ জন সদস্য ও ঘাসফুল মাদারবাড়ি শাখা (২৬) এর ১ জন সদস্য মৃত্যুবরণ করেন। ঘাসফুল ক্ষুদ্র জীবন বীমা (মাইম) প্রকল্পের ক্ষুদ্র বীমা পলিসি অনুযায়ি মৃত সদস্যদের নমিনীদের হাতে বীমাদাবীর মোট বিয়াল্লিশ হাজার আটশত ষাট টাকা প্রদান করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানগুলোতে উপস্থিত ছিলেন বীমা কর্মকর্তা কান্তা মল্লিক, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক সাইদুর রহমান এবং স্ব স্ব শাখার শাখা ব্যবস্থাপক সহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ। উল্লেখ্য গত তিন মাসে ঘাসফুল মাইম প্রকল্পের আওতায় (জানুয়ারী-মার্চ ২০১৪) মোট পলিসি গ্রহণ করেন ৯০৩ জন। প্রিমিয়াম আদায় হয় উনচল্লিশ লক্ষ তিরাশি হাজার চারশত টাকা।

ঘাসফুল এডুকেয়ার কে,জি স্কুলের ছাত্র শাওনের বৃত্তি লাভ

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে শাখাওয়াত হোসেন শাওন। সে ঘাসফুল এডুকেয়ার কে,জি স্কুলের ছাত্র। এবং সাধারন গ্রেডে সরকারি বৃত্তি লাভ করে। তার পিতার নাম-মো: শাহজাহানও মাতার নাম- শাহিনূর বেগম। ঘাসফুলের পক্ষ থেকে শাওনকে অভিনন্দন এবং তার সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করা হয়।

প্রকাশনার ১৩ বছর ঘাসফুল বার্তা
বর্ষ ১৩, সংখ্যা ১, জানুয়ারী-মার্চ ২০১৪

নওগাঁ জোনের কর্মকর্তাদের সাথে ঘাসফুল প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

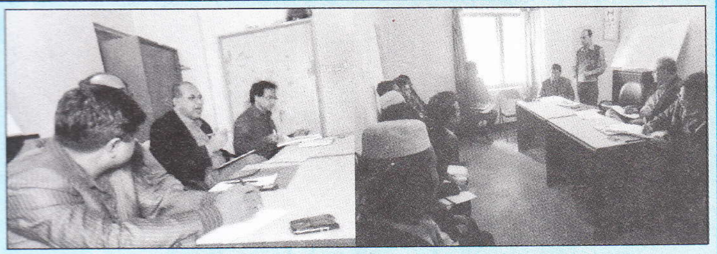

ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব আফতাবুর রহমান জাফরী সম্প্রতি ঘাসফুল নওগাঁ জোন সফর করেন। সফরকালীন সময়ে তিনি ২৫শে জানুয়ারি ঘাসফুল নিয়ামতপুর শাখা কার্যালয়ে নওগাঁ জোনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয় থেকে পরিদর্শনে যাওয়া উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ ও সকল শাখা ব্যবস্থাপকদের নিয়ে একটি মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। তিনি নওগাঁ জোনের মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রামের অগ্রগতির খোজঁখবর নেন। এ ছাড়া বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প: বায়োগ্যাস, রেমিটেন্স, মাইম হেলথ প্রকল্প, চক্ষু শিবির ইত্যাদি বিষয়ে খোঁজখবর নেন এবং এসব বিষয়ের উপর আরো ভালোভাবে কাজ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে নিষ্ঠার সাথে কাজ করার আহ্বান জানান। উক্ত সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রামের প্রধান সৈয়দ লুৎফুল কবির চৌধুরী, নওগাঁ জোনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সহকারি পরিচালক) মোঃ শামসুল হক, কৃষি সেলের প্রোগ্রাম ম্যানেজার মোঃ সেলিম। সভায় সৈয়দ লুৎফুল কবির চৌধুরী শাখাভিত্তিক পারফরমেন্স এর উপর আলোকপাত করেন এবং শাখার অনুপাত বিশ্লেষণ ও গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন কৌশলগত দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

ঘাসফুল বায়োগ্যাস কর্মসূচীঃ হাটহাজারীতে দুইটি পৃথক গ্রাহক উদ্বুদ্ধকরণ সভা

ইডকলের সহায়তায় গত ১১ ও ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ হাটহাজারিস্থ মির্জাপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও মেখল ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে পৃথক দুটি বায়োগ্যাস ওরিয়েন্টশন অনুষ্ঠিত হয়। সম্ভাব্য গ্রাহক উদ্বুদ্ধকরণ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাটহাজারি উপজেলার প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডা: মো: আয়ুব মিঞা, অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেখল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান গিয়াসউদ্দিন, একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প সমন্বয়কারী গৌতম সেন। প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইডকল ট্রেনিং কো-অর্ডিনেটর শহীদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে বক্তারা বায়োগ্যাস ব্যবহারের ফলে যেসব সুবিধা পাওয়া যাবে তা উপস্থিত ব্যক্তিদের সামনে তুলে ধরেন এবং এর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। মেখলে অনুষ্ঠিত সভায় ইউপি চেয়ারম্যান জনাব মো: গিয়াসউদ্দিন তার বক্তব্যে বলেন, তিনি ঘাসফুলকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ঘাসফুল প্রতিনিধি, মাইক্রেফিন্যান্স বিভাগ প্রধান লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমুল বলেন, ঘাসফুল বরাবরই গ্রীণ মাইক্রোফিন্যান্সিং-এ কাজ করতে আগ্রহী। বিগত কয়েক বছর ধরে ঘাসফুল নবায়নযোগ্য জ্বালানী, কৃষি, প্রানীসম্পদ এবং মৎস্য সম্পদ রক্ষায় অর্থায়ন করে আসছে। সভাগুলোতে এলাকার সর্বস্তরের জনগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন ঘাসফুলের কৃষি সেলের প্রোগ্রাম ম্যানেজার মো: সেলিম।

উপদেষ্টা মন্ডলী
ডেইজী মউদুদ
হাফিজুল ইসলাম নাসির
লুৎফুন্নেসা সেলিম (জিমি)
রওশন আরা মোজাফফর (বুলবুল)
সমিহা সলিম
সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি
আফতাবুর রহমান জাফরী
সম্পাদক
শামছুন্নাহার রহমান পরাণ
নির্বাহী সম্পাদক
সৈয়দ মামুনূর রশীদ
সম্পাদকীয় পরিষদ
মফিজুর রহমান
আনজুমান বানু লিমা
লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমুল

উদ্যোক্তা গড়ার প্রত্যয়ে ঘাসফুল মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজ সেল পটিয়া ও হাটহাজারীতে তিনদিন ব্যাপী তিনটি পৃথক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

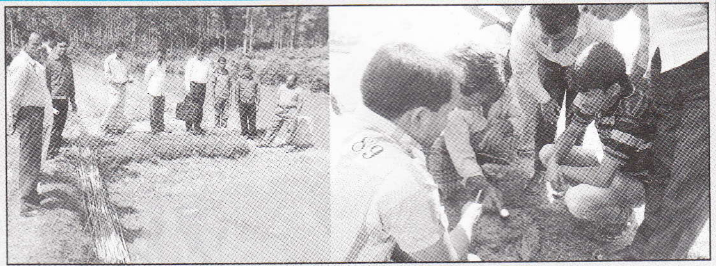

'হালদা নদীর কার্প জাতীয় মাছের হ্যাচারী ব্যবস্থাপনা ও পোনা চাষ' বিষয়ক প্রশিক্ষণের ফিল্ডটেস্ট করছেন প্রশিক্ষণার্থীরা

ঘাসফুল মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজ সেল উদ্যোক্তা তৈরীতে শহর এবং গ্রামে সমান গুরুত্ব দিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। ঘাসফুল মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজ সেল এর ব্যবস্থাপনা এবং অর্থায়নে সারাদেশের কর্ম-এলাকায় বিভিন্ন সেক্টরে এ পর্যন্ত এক হাজারেরও বেশী সফল উদ্যোক্তা তৈরী সম্ভব হয়েছে।

"চাকুরী খোঁজা আর নয়, করি চাকুরী দেয়ার আয়োজন" চিন্তা-চেতনা মাথায় রেখে দেশব্যাপী উদ্যোক্তা সৃষ্টির ধারাবাহিকতায় ঘাসফুল এমই সেল এবারে আয়োজন করেছে কৃষিক্ষেত্রে অতি প্রয়োজনীয় তিনটি বিষয়ে উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ কর্মশালা। প্রশিক্ষণের বিষয়গুলো ছিলো (১) 'বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তেলাপিয়া মাছ চাষ ও খামার ব্যবস্থাপনা', (২) 'দুগ্ধবতী গাভী পালন ও খামার ব্যবস্থাপনা' (৩) 'হালদা নদীর কার্প জাতীয় মাছের হ্যাচারী ব্যবস্থাপনা ও পোনা চাষ'। বাংলাদেশে একমাত্র এবং দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র চট্টগ্রামের হালদা নদীর গুরুত্ব অপরিসীম। সুতরাং এখানে তৃতীয় বিষয়টি ছিল অত্যন্ত অভিনব এবং অতি প্রয়োজনীয়। প্রতিটি প্রশিক্ষণ কর্মশালা ছিল তিনদিনব্যাপী।

পিকেএসএফ এর ফেডেক প্রকল্পের সহযোগিতায় ঘাসফুলের উদ্যোগে গত ২৩-২৫ ফেব্রুয়ারী' ২০১৪ পটিয়া সদর শাখায় তিনদিন ব্যাপি 'বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তেলাপিয়া মাছ চাষ ও খামার ব্যবস্থাপনা' বিষয়ক এক প্রশিক্ষণ >> বাকী অংশ ৮ম পৃষ্ঠায় দেখুন>>

শামসুন্নাহার রহমান পরাণের প্রচেষ্টায় সম্ভব হলো বীর মুক্তিযোদ্ধা বীরঙ্গনা খঞ্জনীর স্বীকৃতি ও সম্মান

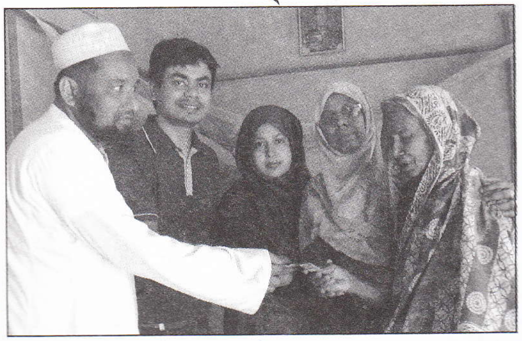

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্থানী হানাদার বাহিনীর হাতে বর্বরোচিত ভাবে লাঞ্চিত হন আফিয়া খাতুন খঞ্জনি। তিনি কুমিল্লা চৌদ্দগ্রাম উপজেলার জগন্নাথ দিঘী ইউনিয়নে সোনাপুর গ্রামের বউ। মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে এই মহান বীর মুক্তিযোদ্ধা মানবেতর জীবনযাপন করতে থাকেন। কেউ তার খোঁজ রাখেনি। ঘাসফুল প্রতিষ্ঠাতা, নারীনেত্রী মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, শামসুন্নাহার রহমান পরাণ দীর্ঘদিন ধরে কুমিল্লার পথ-প্রান্তরে খঞ্জণীর খোঁজ করছিলেন। অবশেষে খঞ্জনীর খোঁজ পেলেন শামসুন্নাহার রহমান পরাণ। তিনি ০৩ মার্চ >> বাকী অংশ ৯ম পৃষ্ঠায় >>

পিকেএসএফ এর সহায়তায় ঘাসফুলের দরিদ্র সদস্যদের মাঝে বিনামূল্যে দশটি ছাগল বিতরণ

গত ০৩ মার্চ ২০১৪ পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ঘাসফুল পরিচালিত প্রাণিসম্পদ ও কৃষি ইউনিটের আওতায় দরিদ্র সদস্যদের জীবনমান উন্নয়ন ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিনা মূল্যে ৫জন সদস্যদের মাঝে ২টি করে ১০টি ছাগল বিতরন করা হয়। ছাগল বিতরনকৃত সদস্যদের নাম- সুমি আকতার, রওশন আরা বেগম, হোসনে আরা বেগম, মল্লিকা খাতুন, রওশন আরা বেগম (২)। এই সময় উপস্থিত ছিলেন ডাঃ মেরী চৌধুরী ও পটিয়া জোনের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন।

প্রকাশনা : ঘাসফুল, ৪৩৮, মেহেদীবাগ রোড, চট্টগ্রাম। ফোন : ২৮৫৮৬১৩, ফ্যাক্স : ২৮৫৮৩২৯, মোবাইল : ০১১৯৯ ৭৪১১৬৬
ই-মেইল : ghashful@ghashful-bd.org, ওয়েবসাইট : www.ghashful-bd.org